রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০২৩ সনের ২২ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ৮, ২০২৩

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩৪১—৩৭২
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬৪১—৬৬৮
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধঃস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৯৩—৬০০
৭ম	খণ্ড—অন্য কোনো খণ্ডে অপ্রকাশিত অধঃস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	১৭—২০
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	নাই
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারি।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) ..... তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলি সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অর্থ মন্ত্রণালয়
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
অধিশাখা-২ (কর)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৮ ফাল্গুন, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১৩ মার্চ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৭.৬৫.০১২.২২.২৯—যেহেতু, মোঃ হুমায়ুন কবির (২০০৪৬৮), সহকারী কর কমিশনার {বর্তমানে উপ কর কমিশনার (চলতি দায়িত্ব), সার্কেল (ভোলা), কর অঞ্চল-বরিশাল} উপ কর কমিশনার (চলতি দায়িত্ব), কর অঞ্চল-১০, ঢাকাতে কর্মরত থাকা অবস্থায় কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মক্ষেত্রে অনুপস্থিত, দায়িত্ব অবহেলা ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ, অসৌজন্যমূলক ও শিষ্টাচার বহির্ভূত আচরণ করার কারণে তার বিরুদ্ধে "সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮" এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ আনয়নপূর্বক ০২/২০২২ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়; এবং এ বিভাগের ১২ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখের ০৮.০০.০০০০.০৩৭.৬৫.০১২.২২.৭৬ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে অভিযোগবিবরণী ও ০৮.০০.০০০০.০৩৭. ৬৫.০১২.২২.৭৭ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে অভিযোগনামা যথাযথ পদ্ধতিতে জারি করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযোগ বিবরণী ও অভিযোগনামার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ০৩ অক্টোবর ২০২২খ্রি. তারিখে জবাব প্রদান করেন; জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ নভেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়; ব্যক্তিগত শুনানী সন্তোষজনক না হওয়ায় ২৯ নভেম্বর ২০২২খ্রি. তারিখের ০৮.০০.০০০০.০৩৭.৬৫.০১২.২২.১০৭ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে মোঃ হুমায়ুন কবির এর বিরুদ্ধে আনীত "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মন্তব্য প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, তার দাখিলকৃত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানী, তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট কাজগপত্র ও অন্যান্য তথ্য প্রমাণাদি পর্যালোচনায় মোঃ হুমায়ুন কবির (২০০৪৬৮), সহকারী কর

মোস্তাফিজুর রহমান, উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
ব্রেনজন চাম্বুগং, উপপরিচালক (উপসচিব) (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

কমিশনার [বর্তমানে উপ কর কমিশনার (চলতি দায়িত্ব), সার্কেল (ভোলা), কর অঞ্চল-বরিশাল {সাবেক উপ কর কমিশনার (চলতি দায়িত্ব), কর অঞ্চল-১০, ঢাকা}] এর সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর অভিযোগ প্রমাণিত হয়;

যেহেতু, মোঃ হুমায়ুন কবির (২০০৪৬৮), সহকারী কর কমিশনার [বর্তমানে উপ কর কমিশনার (চলতি দায়িত্ব), সার্কেল (ভোলা), কর অঞ্চল-বরিশাল {সাবেক উপ কর কমিশনার (চলতি দায়িত্ব), কর অঞ্চল-১০, ঢাকা}]-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২) (ঘ) অনুযায়ী তাকে "বেতন গ্রেডের ০৩ ধাপ নিম্নের স্তরে" অর্থাৎ জাতীয় (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫-এর গ্রেড-৯ এর ২২,০০০-৫৩,০৬০/- টাকা স্কেলে বর্তমানে প্রাপ্ত মূল বেতনের ০৩ (তিন) ধাপ নীচে অবনমিত করার লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব।

[একই তারিখ ও স্মারকে প্রতিস্থাপিত]
আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৮ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২২ মার্চ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২৮.১৭-১০০—পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন, ২০১৪ এর ১১(১) (খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের প্রতিনিধি হিসেবে জনাব চন্দন কুমার দে, অতিরিক্ত সচিব-এর পরিবর্তে জনাব মোঃ শাহাদাৎ হোসাইন, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও বাজেট), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ-কে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডে পরিচালক হিসেবে বোর্ডে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে উক্ত মন্ত্রণালয়ে কর্মরত থাকাকালীন সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হ'ল।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জেহাদ উদ্দিন
উপসচিব।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৫ চৈত্র ১৪২৯/১৯ মার্চ ২০২৩

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০২১.১৭.১০১—প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ এর ১০(১) (খ) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব অন্যত্র বদলি হওয়ায় তাঁর পরিবর্তে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে কর্মরত অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ খায়রুল আলম (পরিচিতি নম্বর-৭৫৮৩) কে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের পরিচালনা বোর্ডে পরিচালক হিসেবে বোর্ডে তাঁর যোগদানের তারিখ হতে উক্ত মন্ত্রণালয়ে কর্মরত থাকাকালীন সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বছরের জন্য নিয়োগ প্রদান করা হলো।

০২। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক-এর পরিচালনা বোর্ডে জনাব মোঃ খায়রুল আলম (পরিচিতি নম্বর-৭৫৮৩) এর পরিচালক হিসেবে যোগদানের তারিখ আবশ্যিকভাবে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্যও অনুরোধ করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জেহাদ উদ্দিন
উপসচিব।

অর্থ বিভাগ
প্রশাসন-৪ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৪ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৮ মার্চ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং ০৭.০৮৪.০৩১.০০.০০.০৩১.২০০৭ (অংশ-১)-২৩৬—যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ আব্দুল মতিন চৌধুরী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, অর্থ বিভাগ গত ০৮ ডিসেম্বর ২০১৩ থেকে অদ্যাবধি কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে কর্মস্থলে অনুপস্থিত রয়েছেন;

যেহেতু, আপনার উক্ত কর্মকাণ্ড 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর ৩(গ) ধারায় {পূর্বের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) ১৯৮৫ এর ৩ (সি) এর স্থলাভিষিক্ত} 'পলায়নের (Desertion)'-এর শামিল;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে আপনার বিরুদ্ধে ১/২০১৮ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়েছে;

যেহেতু, উক্ত মামলায় তদন্তকারী সম্পাদন করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে;

যেহেতু, উক্ত মামলায় নিযুক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদনে আপনার বিরুদ্ধে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ২০১৮' এর ৩(গ) ধারায় {পূর্বের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) ১৯৮৫ এর ৩(সি) এর স্থলাভিষিক্ত}'পলায়নের (Desertion) ' অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় আপনার বিরুদ্ধে আনীত 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর ৩(গ) ধারা মোতাবেক 'পলায়নের (Desertion)' অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' এর প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর ৭(৯) বিধি অনুযায়ী দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, আপনি দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) কর্ম দিবস অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও নোটিশের জবাব প্রদান করেননি; এবং

যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ আব্দুল মতিন চৌধুরী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, অর্থ বিভাগ-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ঘ) মোতাবেক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত "চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal From Service)" গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্তের সাথে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন একমত পোষণ করেছে;

সেহেতু, 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮' এর ৩(গ) ধারা মোতাবেক 'পলায়নের (Desertion)' অভিযোগটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি ৪(৩) (ঘ) মোতাবেক আপনি জনাব মোঃ আব্দুল মতিন চৌধুরী-কে 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ (Dismissal From Service)' এর গুরুদণ্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফাতিমা ইয়াসমিন
সিনিয়র সচিব।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
[কাস্টমস : রপ্তানি ও বন্ড শাখা]

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৯ চৈত্র, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৩ মার্চ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং ১৩/২০২৩/কাস্টমস/১৪৪—The Customs Act, 1969 (Act-IV of 1969) এর Section-13(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বেসরকারি (প্রাইভেট) প্রেমিজেসটি কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম হতে ১ কিলোমিটার (প্রায়) দূরে বন্দর সংরক্ষিত এলাকায় অবস্থিত মেসার্স সী ওয়েজ বন্ডেড ওয়্যারহাউস লিঃ (বন্ড লাইসেন্স নং-এস-৮-৪৯/৮৯ (HB301SB04987), তারিখ : ২৬-০৮-১৯৮৯ খ্রি.) নামীয় বেসরকারি বন্ডেড ওয়্যারহাউস (শীপ স্টোরস প্রভিশন্স) এর অনুকূলে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জন্য নিম্নরূপ বর্ধিত আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করা হলো:

ক্রঃ নং	পণ্যের বিবরণ	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বর্ধিত আমদানি প্রাপ্যতা (মা. ডলার)
০১	Consignment ভিত্তিক পণ্য (লুব্রিকেন্টস, লুব্রিকেটিং অয়েল, পেইন্ট, থিনার ইত্যাদি শীপ স্টোরস পণ্য)	১,১০,০০০ মা. ডলার
	মোট=	**১,১০,০০০** (এক লক্ষ দশ হাজার)

নং ১২/২০২৩/কাস্টমস/১৪৫—The Customs Act, 1969 এর Section-13 (2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আখাউড়া স্থল শুল্ক স্টেশনে অবস্থিত মেসার্স বেলাজিও লিঃ (বন্ড লাইসেন্স নং-০১/কাস-পিবিডব্লিউ/আখাউড়া/২০১৫, তারিখ : ০১-০৭-২০১৫ খ্রিঃ) এর অনুকূলে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জন্য নিম্নরূপ বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করিল, যথা :

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	আমদানি প্রাপ্যতা (মার্কিন ডলার)
০১.	সিগারেট, সিগার ও টোবাকো	৫২,১৮৭.৮০
০২.	লিকার ও অন্যান্য ড্রিংকস (মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে)	১৬,০০০.০০
০৩.	কসমেটিক্স ও টয়লেট্রিজ সামগ্রী	১২,২০০.০০
০৪.	কনফেকশনারী, ইলেকট্রনিক্স, গিফট আইটেম, জুয়েলারী ও নন অ্যালকোহলিক বেভারেজ	৮,২০০.০০
	সর্বমোট=	৮৮,৫৮৭.৮০ (আটাশি হাজার পাঁচশত সাতাশি দশমিক আশি মার্কিন ডলার)

নং ১০/২০২৩/কাস্টমস/১৪৬—The Customs Act, 1969 এর Section-13(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ভোমরা শুল্ক স্টেশনে অবস্থিত মেসার্স বেলাজিও লিমিটেড (বন্ড লাইসেন্স নং-০১/কাস-পিবিডব্লিউ/২০১৫, তারিখ: ২৪-০৬-২০১৫ খ্রিঃ) এর অনুকূলে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জন্য নিম্নরূপ বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করিল, যথা:

ক্রমিক নং	পণ্যের বিবরণ	আমদানি প্রাপ্যতা (মার্কিন ডলার)
০১.	সিগারেট, সিগার ও টোবাকো	৫৫,০০০.০০
০২.	লিকার ও অন্যান্য ড্রিংকস (মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অনুমতি সাপেক্ষে)	২০,০০০.০০
০৩.	কসমেটিক্স ও টয়লেট্রিজ সামগ্রী	১৭,০০০.০০
০৪.	কনফেকশনারী, ইলেকট্রনিক্স, গিফট আইটেম, জুয়েলারী ও নন অ্যালকোহলিক বেভারেজ	১৩,০০০.০০
	সর্বমোট=	**১,০৫,০০০.০০ (কথায় : এক লক্ষ পাঁচ হাজার মার্কিন ডলার)**

নং ১১/২০২৩/কাস্টমস/১৪৭—The Customs Act, 1969 (Act-IV of 1969) এর Section-13(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, হযরত শাহ-আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, চট্টগ্রাম এ অবস্থিত মেসার্স বেলাজিও লিমিটেড (বন্ড লাইসেন্স নং-৫(১৩) কাবক/চট্টঃ/বন্ড (শুল্ক বিপনী)/লাইঃ/০২/২০১৯, তারিখ: ১৩-০২-২০১৯ খ্রি: নামীয় শুল্কমুক্ত বিপনীর অনুকূলে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জন্য নিম্নবর্ণিত আমদানি প্রাপ্যতা নির্ধারণ করিল, যথা:

ক্র.নং	আমদানিকৃত পণ্য	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জন্য প্রাপ্যতা (মার্কিন ডলার)
১.	Cigarettes and Tobacco	৭৫,০০০.০০
২.	Alcoholic Beverage (Liquor, Beer, Wine)	১০,০০০.০০
৩.	Cosmetic and Toiletries	৫,০০০.০০
৪.	Beverage (Non-alcoholic), Confectionary Electronics, Gift Item.	১০,০০০.০০
	সর্বমোট	১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ) মা.ডলার

নং ১৪/২০২৩/কাস্টমস/১৪৯—The Customs Act, 1969 এর Section-13(2) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন লিঃ এর অনুকূলে ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের জন্য নিম্নরূপ বার্ষিক আমদানি প্রাপ্যতা প্রদান করিল, যথা :

ক্র: নং	পণ্যের বিবরণ	আমদানি প্রাপ্যতা (মাঃ ডলার)
	Cigarettes, Liquor, Cosmetics, Skin Care, Ladies Fragrance, Mens Fragrances, Imitation Jewellery, Watches, Children Item, Accessories, Chocolate, Logo Items	৪২,১৮৭.৫০
	মোট	৪২,১৮৭.৫০ (বিয়াল্লিশ হাজার একশত সাতাশি দশমিক পঞ্চাশ) (মাঃ ডলার)

নাজমুন নাহার
দ্বিতীয় সচিব (কাস্টমস: রপ্তানি ও বন্ড)।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০২ চৈত্র, ১৪২৯/১৬ মার্চ, ২০২৩

নং ০৫.০০.০০০০.১৮২.২৭.০১৩.২০.২৪৬—যেহেতু, জনাব জগৎবন্ধু মন্ডল (পরিচিতি নং-১৮২৩১), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বগুড়া বর্তমানে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, মানিকগঞ্জ পৌরসভা, মানিকগঞ্জ-এর বিরুদ্ধে তার স্ত্রী চৈতী রায়-কে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, স্ত্রীর প্রতি শৈথিল্যযুক্ত আচরণ প্রকাশের মাধ্যমে দায়িত্বশীল আচরণ করতে ব্যর্থ হওয়া, ঠিকমতো ভরণপোষণ না দেওয়া প্রভৃতি অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রণয়নপূর্বক তার নিকট প্রেরণ করা হয়; অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রাপ্ত হয়ে তিনি যথাসময়ে লিখিত বক্তব্য দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য ইচ্ছা পোষণ করেন; তৎপ্রেক্ষিতে ২০-০১-২০২১ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়; ব্যক্তিগত শুনানিঅন্তে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২) (ঘ) অনুযায়ী তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করলে দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হওয়ায় বিষয়টি পুন:তদন্ত করে সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য তদন্ত কর্মকর্তাকে অনুরোধ করা হয়; সে পরিপ্রেক্ষিতে তদন্ত কর্মকর্তা আনীত অভিযোগের বিষয়ে পুন:তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেছেন; এবং

যেহেতু, পুন:তদন্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী জনাব জগৎবন্ধু মন্ডল (১৮২৩১), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বগুড়া বর্তমানে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, মানিকগঞ্জ পৌরসভা, মানিকগঞ্জ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচরণ এর অভিযোগ তথা স্ত্রী শ্রীমতি চৈতি রায়কে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা, তার প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন এবং ঠিকমতো ভরণপোষণ প্রদান না করা ইত্যাদি অভিযোগ সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি; এবং

যেহেতু, নথি, তদন্ত প্রতিবেদন ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনা করে দেখা যায় জনাব জগৎবন্ধু মন্ডল (১৮২৩১), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বগুড়া বর্তমানে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, মানিকগঞ্জ পৌরসভা, মানিকগঞ্জ-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত না হওয়ায় তিনি অব্যাহতি পাওয়ার যোগ্য;

সেহেতু, জনাব জগৎবন্ধু মন্ডল (পরিচিতি নং-১৮২৩১), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, বগুড়া বর্তমানে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, মানিকগঞ্জ পৌরসভা, মানিকগঞ্জ-এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তে প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে এ বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০২ চৈত্র ১৪২৯/১৬ মার্চ ২০২৩

নং ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০৮.২১.৯১—যেহেতু, জনাব মোঃ রাকিবুজ্জামান (পরিচিতি নং-১৮১৬৫), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী এবং বর্তমানে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঠাকুরগাঁও পৌরসভা, ঠাকুরগাঁও-এর বিরুদ্ধে সহকারী কমিশনার (ভূমি), কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী হিসেবে কর্মরত থাকাকালে পানি উন্নয়ন বোর্ডের আওতায় যমুনেশ্বরী নদীর খননকৃত পুঞ্জিভূত লটের ৩২ ও ৩৪ নম্বর লটের বালু উত্তোলনের বিষয়ে জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান জিয়া-এর নিকট হতে অবৈধ সুবিধা গ্রহণ করার অভিযোগ পাওয়া যায় যার অডিও রেকর্ড ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করা হয়; এবং

০২। যেহেতু, কিশোরগঞ্জ উপজেলা নদ-নদী, খাল-বিল ও সরকারি জলাশয় খননকৃত বালি ও মাটি নিলাম সংক্রান্ত কমিটির সদস্য হিসাবে জনাব মোঃ জিয়াউর রহমান জিয়ার নিকট হতে অবৈধ সুবিধা গ্রহণের বিষয়টি জেলা প্রশাসন, নীলফামারী কর্তৃক প্রাথমিক তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় মোঃ রাকিবুজ্জামান-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও (ঘ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতিপরায়ণতা'-এর অভিযোগে এ মন্ত্রণালয়ের গত ০৩-১১-২০২১ তারিখের ০৫.০০.০০০০.১৮১.২৭.০০৮.২১.৩৮২ নং পত্রের মাধ্যমে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক কৈফিয়ত তলব করা হয় এবং একই সাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করেন

কিনা তাও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়; এবং

০৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা ২১-১১-২০২১ তারিখে লিখিত জবাব প্রদানের জন্য সময় বৃদ্ধির আবেদন করলে ০৭-১২-২০২১ তারিখ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয় এবং তিনি ০৬-১২-২০২১ তারিখে লিখিতভাবে কারণ দর্শানোর জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে ২০-০১-২০২২ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়; এবং ব্যক্তিগত শুনানিঅন্তে অভিযোগের বিষয়ে বিস্তারিত তদন্তের প্রয়োজন রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২) (ঘ) বিধি অনুযায়ী একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়; এবং

০৪। যেহেতু, বিস্তারিত তদন্ত শেষে গত ১২-১০-২০২২ তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোঃ রাকিবুজ্জামান (পরিচিতি নং-১৮১৬৫), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও (ঘ) বিধি অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতিপরায়ণতা'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে তদন্ত কর্মকর্তা উল্লেখ করেন, এবং

০৫। যেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ অনুযায়ী যথাযথভাবে সকল প্রক্রিয়া অনুসরণ শেষে জনাব মোঃ রাকিবুজ্জামান (পরিচিতি নং-১৮১৬৫)-এর বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতিপরায়ণতা'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করত: একই বিধিমালার ৭(৮) বিধি অনুসরণক্রমে কেন তাঁকে 'চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ' বা বিধিতে বর্ণিত যে কোন গুরুদণ্ড আরোপ করা হবে না—তা জানতে চেয়ে ২৯-১১-২০২২ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রেরণ করা হয়; এবং তিনি ০৭-১২-২০২২ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করেন এবং জবাবে তদন্ত প্রতিবেদনকে পক্ষপাতদুষ্ট অভিহিত করে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করেন; এবং

০৬। যেহেতু, অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী, ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত উভয় পক্ষের বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন, দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব এবং নথির অন্যান্য কাগজপত্র ও প্রমাণক পর্যালোচনায় জনাব মোঃ রাকিবুজ্জামান (পরিচিতি নং ১৮১৬৫), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী এবং বর্তমানে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঠাকুরগাঁও পৌরসভা, ঠাকুরগাঁও-এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) এবং ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতিপরায়ণতা'-এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়;

০৭। সেহেতু, জনাব মোঃ রাকিবুজ্জামান (পরিচিতি নং-১৮১৬৫), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী এবং বর্তমানে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঠাকুরগাঁও পৌরসভা, ঠাকুরগাঁও-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) এবং ৩(ঘ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতিপরায়ণতা'-এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হলো। তবে নবীন কর্মকর্তা হিসেবে জনাব মোঃ রাকিবুজ্জামান -এর অপেক্ষাকৃত কম বয়স ও অভিজ্ঞতা বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২) (ঘ) বিধি অনুযায়ী জনাব মোঃ রাকিবুজ্জামান (পরিচিতি নং-১৮১৬৫), প্রাক্তন সহকারী কমিশনার (ভূমি), কিশোরগঞ্জ, নীলফামারী এবং বর্তমানে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ঠাকুরগাঁও পৌরসভা, ঠাকুরগাঁও-কে আগামী ০২(দুই) বছরের জন্য 'বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ' অর্থাৎ ৯ম গ্রেডের ২২০০০-৫৩০৬০/- টাকা বেতন স্কেলের নিম্নতম ধাপ ২২০০০/- টাকা মূল বেতনে অবনমিতকরণ-সূচক 'লঘুদণ্ড' প্রদান করা হলো; তবে দণ্ডের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তিনি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ২২০০০-৫৩০৬০/- টাকা বেতন স্কেলের (৯ম গ্রেড) বর্তমানে প্রাপ্ত বেতন ধাপে প্রত্যাবর্তন করবেন; তিনি বকেয়া কোনো আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন না।

০৮। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী
সিনিয়র সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলি

তারিখ : ১৪ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৮ মার্চ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.১৪৪.৮০-১২১—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে জনাব রুহুল আমিন, জন্ম তারিখ : ২৪-০৯-১৯৯৮ খ্রি., পিতা: মাওলা বক্স, মাতা: খাদিজা খানম, গ্রাম: নন্দনালী, ওয়ার্ড নং-০৯, ডাকঘর: নন্দনালী, উপজেলা: আত্রাই, জেলা- নওগাঁ এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলার ০৮ নং হাটকালুপাড়া ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/ নিষেধাজ্ঞা/ স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

তারিখ: ০৮ চৈত্র ১৪২৯/২১ মার্চ ২০২৩

নং **১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০২৪.০৩-১১৮**—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে মোঃ সফিকুল ইসলাম, জন্ম তারিখ : ০১-০১-১৯৯২ খ্রি., পিতা: মোঃ কারামত আলী, মাতা: সালেহা, গ্রাম: ছোট বিড়ালজুরি, ডাকঘর: গোসনতারা, উপজেলা: কাউখালী,

জেলা-পিরোজপুর এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে পিরোজপুর জেলার কাউখালী উপজেলার ৩নং কাউখালী সদর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/ নিষেধাজ্ঞা/ স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুরাদ জাহান চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৫ চৈত্র ১৪২৯/১৯ মার্চ ২০২৩

নং ২৬.০০.০০০০.০৯০.২৭.০০১.২২-২৭—যেহেতু, জনাব মোঃ ইমরান হোসাইন, সহকারী পরিচালক (সাময়িক বরখাস্ত), জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, কক্সবাজার (সংযুক্তিতে প্রধান কার্যালয়) পিতাঃ আবুল কালাম, স্থায়ী ঠিকানা : গ্রাম: এয়ারমজ্জাল, পোঃ বট্টলি, উপজেলা: আনোয়ারা, জেলা: চট্টগ্রাম এবং তার সহযোগী জনাব রিদুয়ান, পিতা: মরহুম আবুল বশর, আদর্শ গ্রাম, ১২নং ওয়ার্ড, কলাতলী ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২২খ্রি. তারিখ দুপুর ০২.০০ ঘটিকায় নাহার ফিলিং স্টেশন, রামু বাইপাস, রামু কক্সবাজার এ অভিযান পরিচালনা করেন এবং ফিলিং স্টেশনে ব্যবহৃত তেল পরিমাপের একটি ক্যান পরীক্ষা করে ক্যানটি যথাযথ নয় মর্মে উল্লেখ করে ৪,০০,০০০ (চার লক্ষ) টাকা ঘুষ দাবি করেন; আবেদনকারী ঘুষ প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলে আবেদনকারীর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান তালাবদ্ধ করা হয় এবং প্রস্থানকালে জনাব রিদুয়ান ১,২০,০০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকায় বিষয়টি নিষ্পত্তি হবে মর্মে জানান; অতপর ১,২০,০০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকাসহ দেখা করলে তিনি ২০,০০০ টাকা গ্রহণপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার পত্র প্রদান করেন এবং অবশিষ্ট ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা তার সহযোগী জনাব রিদুয়ান এর নিকট প্রদান করতে বলেন; উক্ত ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা জনাব রিদুয়ান এর নিকট প্রদান করা হলে তিনি কোনো প্রাপ্তি স্বীকার প্রদান করেননি এবং এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে জনাব রিদুয়ান কোনো প্রকার সন্তোষজনক জবাব প্রদান না করে উল্টো আবেদনকারীকে নানা ধরনের হুমকি প্রদান করেন; বর্ণিত অভিযোগের বিষয়ে জনাব আবু তাহের, সভাপতি, প্রেসক্লাব, কক্সবাজার, জনাব রিদুয়ান ও আবেদনকারী জনাব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ এর উপস্থিতিতে বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট উল্লিখিত বিষয়ে জনাব মোঃ ইমরান হোসাইন এর বক্তব্য জানতে চান; তিনি উক্ত অর্থ লেনদেনের বিষয়টি স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করেন; পরবর্তীতে প্রাপ্তি স্বীকারবিহীন গৃহীত ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা অভিযোগকারীকে ফেরত প্রদান করা হয়; উক্ত অপরাধে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতিপরায়ণ" এর অভিযোগে রুজুকৃত ০২/২০২২ নম্বর বিভাগীয় মামলায় ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখে ২১৪ নম্বর স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির প্রার্থনা করলে ২০ অক্টোবর ২০২২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত ব্যক্তিগত শুনানিতে প্রদত্ত তাঁর মৌখিক বক্তব্য ও লিখিত জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে বিভাগীয় মামলাটি তদন্ত করার জন্য তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক ০৪ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব মোঃ ইমরান হোসাইন, সহকারী পরিচালক, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতিপরায়ণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

সেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বক্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাকে চাকরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত দ্বিতীয় কারণ দর্শানো নোটিশের জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত হয়নি;

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে গুরুদণ্ড হিসেবে চাকরি থেকে বাধ্যতামূলক অবসরদান বা অন্য কোনো শাস্তি প্রদান করা যুক্তিযুক্ত হবে। এ বিষয়ে চূড়ান্ত দণ্ড প্রদানের পূর্বে পিএসসি এর মতামত গ্রহণ করা হয় এবং ০৫ মার্চ ২০২৩ খ্রি. তারিখে ইস্যুকৃত ২৮৮ নম্বর পত্রে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রস্তাবিত দণ্ড "বাধ্যতামূলক অবসরদান" এর সাথে একমত পোষণ করেছে;

সেহেতু, জনাব মোঃ ইমরান হোসাইন, সহকারী পরিচালক, জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) অনুযায়ী "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতিপরায়ণ" এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় অভিযোগের গুরুত্ব এবং সার্বিক বিষয় পর্যালোচনায় তাকে উক্ত বিধিমালার ৪(৩) (খ) বিধি অনুসারে 'চাকরি থেকে বাধ্যতামূলক অবসর' প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

তপন কান্তি ঘোষ
সিনিয়র সচিব।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
জামস শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২১ মার্চ ২০২৩ খ্রি.

নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০৭৪.১৮.১৫—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০ ধারার (৩) উপধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক, যশোর এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থা, যশোর জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে মনোনীত করা হলো :

ক্রমঃ নং	প্রস্তাবিত ব্যক্তিগণের নাম ও পেশা	পদবি
০১.	জ্যোৎস্না আরা বেগম (মিলি), পিতা : জয়নাল আবেদীন, ২৮, আবু তালেব রোড, কাজীপাড়া পুরাতন কসবা, যশোর।	চেয়ারম্যান
০২.	এড. জেসমিন বানু, স্বামী : এড. গাজী আব্দুল কাদের, পোস্ট অফিস পাড়া, যশোর।	সদস্য
০৩.	মাজেদা পারভীন, এ কে এম মুস্তাফিজুর রহমান, ০২২৭-০০ পুরাতন কসবা, কাজীপাড়া (গোলামপাড়া), যশোর।	সদস্য
০৪.	রোজিনা আক্তার, স্বামী : শেখ আরীফুল ইসলাম, বসুন্দীয়া, যশোর সদর।	সদস্য
০৫.	মোছাঃ নাজমুন নাহার, স্বামী : মোঃ হাবীব চাকলাদার, ১৯৩, পুরাতন কসবা, কাজীপাড়া, কাঁঠালতলা, যশোর।	সদস্য

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের জ্যোৎস্না আরা বেগম (মিলি), পিতা: জয়নাল আবেদীন উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ ২১-০৩-২০২৩ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাঁদের পদ থেকে অপসারন করতে পারবে এবং তাঁরাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোনো সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০৪৯.১৮.১৬—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০ ধারার (৩) উপধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থা, টাঙ্গাইল জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে মনোনীত করা হলো :

ক্রঃ নং	সংশ্লিষ্ট ধারা	সদস্য শ্রেণি	নাম ও ঠিকানা	পদবি
০১.	১০(১) (ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	মিসেস নাছিমা বাছিত, পিতা-মৃত মোঃ তোফাজ্জল হোসেন, মাতা-মিসেস লুৎফা হোসেন, স্বামী-ডাঃ আব্দুল বাছিত, জাহান মঞ্জিল, আকুর-টাকুর পাড়া, হোমিও কলেজ সংলগ্ন, টাঙ্গাইল।	চেয়ারম্যান
০২.	১০(১) (ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	ফাতেমা আক্তার রেণু, স্বামী-মোঃ মিজানুর রহমান, দক্ষিণ থানা পাড়া, টাঙ্গাইল।	সদস্য
০৩.	১০(১) (ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	মুসলিমা ভূইয়া বৃষ্টি, স্বামী-খন্দকার আশরাফুজ্জামান স্মৃতি,পূর্ব আদালত পাড়া, টাঙ্গাইল ।	সদস্য
০৪.	১০(১) (ঙ)	সমাজসেবী	নাজমুন্নাহার এলি, স্বামী-আব্দুল কুদ্দুছ, আকুর-টাকুর, তালতলা, টাঙ্গাইল।	সদস্য
০৫.	১০(১) (ঘ)	শিক্ষিকা	মীর ফাহমিদা জেরিন, সহকারী অধ্যাপক, স্বামী-মোঃ এনামুল হক, ঢাকা রোড, বিশ্বাস বেতকা, টাঙ্গাইল।	সদস্য

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের মিসেস নাছিমা বাছিত, পিতা-মৃত মোঃ তোফাজ্জল হোসেন উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ ২১-০৩-২০২৩ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোনো সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

নং ৩২.০০.০০০০.০৩৮.০৬.০৫৭.১৮.১৭—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০ ধারার (৩) উপধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থা, ঠাকুরগাঁও জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে নির্দেশক্রমে মনোনীত করা হলো :

ক্রঃ নং	সংশ্লিষ্ট ধারা	সদস্য শ্রেণি	নাম ও ঠিকানা	পদবি
০১.	১০(১) (ঘ)	শিক্ষিকা	অধ্যক্ষ তাহমিনা আখতার মোল্লা শিক্ষাবিদ ও সমাজকর্মী এবং সভাপতি, ঠাকুরগাঁও জেলা যুব মহিলা লীগ।	চেয়ারম্যান
০২.	১০(১) (ঙ)	সমাজসেবী	শামীমা সুলতানা, সমাজকর্মী, ঠাকুরগাঁও।	সদস্য
০৩.	১০(১) (ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	ফারহানা ইসলাম কলি, পিতা: মোঃ ফয়জুল ইসলাম, মিলন নগর, ঠাকুরগাঁও পৌরসভা, ঠাকুরগাঁও।	সদস্য
০৪.	১০(১) (ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	খালেদা ইয়াসমিন, স্বামী: নজরুল ইসলাম স্বপন, পূর্ব গোয়ালপাড়া, ঠাকুরগাঁও পৌরসভা, ঠাকুরগাঁও।	সদস্য
০৫.	১০(১) (ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	শেফালী আক্তার, পিতা-সোলেমান আলী, জলেশ্বরী তলা, ঠাকুরগাঁও পৌরসভা, ঠাকুরগাঁও।	সদস্য

২। উপরোল্লিখিত সদস্যগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের অধ্যক্ষ তাহমিনা আখতার মোল্লা, উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ ২১-০৩-২০২৩ তারিখ হতে দু'বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোনো সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

দিলীপ কুমার দেবনাথ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-১২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৭ চৈত্র ১৪২৯/২২ মার্চ ২০২৩

নং ৩৯.০০.০০০০.০১২.০২.০০৯.২২.৪৪—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক চলতি ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিজ্ঞানসেবী সংস্থা ও বিজ্ঞানভিত্তিক পেশাজীবী সংগঠন/প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে প্রাপ্ত আবেদনপত্র যাচাই-বাছাইপূর্বক সুপারিশ প্রণয়নের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নিম্নোক্ত কমিটি গঠন করা হলো :

সভাপতি

১। অতিরিক্ত সচিব (বিপ্র), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

সদস্যবৃন্দ

২। জনাব এ. কে. এম. লুৎফুর রহমান সিদ্দীক, পরিচালক (যুগ্মসচিব), জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

৩। জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, সিনিয়র রিপ্রোগ্রাফিক অফিসার ও পিএসও (অতি.দা.), বাংলাদেশ ন্যাশনাল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড টেকনিক্যাল ডকুমেন্টেশন সেন্টার (ব্যান্সডক) , আগারগাঁও, ঢাকা।

৪। প্রকৌশলী প্রশীত কুমার সাহা, প্রধান প্রকৌশলী, কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা।

৫। ড. মোঃ আহসান হাবীব, প্রিন্সিপাল সায়েন্টিফিক অফিসার, বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (বিসিএসআইআর), ড. কুদরাত-এ-খুদা রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা।

সদস্য-সচিব

৬। উপসচিব, অধিশাখা-১২, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

খান মোঃ রেজা-উন-নবী
উপসচিব।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

নং ৩৭.২১.৩১.০৭৮.২০.০০১.২০২২-১১০ তারিখ : ২৪ ফাল্গুন ১৪২৯/ ০৯ মার্চ ২০২৩

শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০২২

ভূমিকা

প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে উন্নয়নের অন্যতম নিয়ামক হচ্ছে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি-নির্ভর দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি। এরূপ জনশক্তিই উন্নত প্রযুক্তির মাধ্যমে স্থানীয় সম্পদকে কাজে লাগিয়ে জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে পারে। বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষার বর্তমান ধারায় বিশেষত: বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ব্যবসা বাণিজ্য ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত বিষয়ে উপযুক্ত গবেষণা চর্চার সীমাবদ্ধতা থাকায় দ্রুত দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না। এ ধারা অব্যাহত থাকলে কাঙ্খিত লক্ষ্য ও অগ্রগতি অর্জন বিলম্বিত হবে। এ অবস্থা থেকে উত্তোরণের লক্ষ্যে উচ্চতর গবেষণা খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে মানসম্পন্ন বিজ্ঞানী, গবেষক, প্রযুক্তিবিদ, অর্থনীতিবিদ এবং সমাজবিজ্ঞানী গড়ে তোলা এবং সামগ্রিক জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য এই নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো।

২.০ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

২.১ উচ্চতর গবেষণা পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে উন্নত জ্ঞান ও প্রযুক্তির আহরণ, উদ্ভাবন এবং প্রয়োগের বিস্তৃতি সাধন করা এবং তা ফলপ্রসূভাবে কাজে লাগানো;

২.২ সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, অনুশীলন ও প্রায়োগিক দক্ষতাসম্পন্ন প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, অর্থনীতিবিদ এবং সমাজবিজ্ঞানি গড়ে তোলা;

২.৩ দেশজ সম্পদ ও মেধার অধিকতর কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে উৎপাদন ব্যয় হ্রাস এবং প্রবৃদ্ধি অর্জন ত্বরান্বিত করা;

২.৪ পরিবেশ অনুকূল উৎপাদন সংস্কৃতি গড়ার বৈশ্বিক আন্দোলনে (যেমন-বৈশ্বিক উষ্ণায়ন মোকাবেলা) বাংলাদেশের সক্রিয় সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করা;

২.৫ বিজ্ঞানমনস্ক ও গবেষণা কাজে আগ্রহী ব্যক্তিগণকে গবেষণায় আকৃষ্ট, উৎসাহিত ও উদ্বুদ্ধ করা;

২.৬ উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে গবেষণা সংস্কৃতি লালন ও তা অব্যাহতভাবে চালু রাখা।

৩.০ গবেষণা অধিক্ষেত্র

৩.১ গাণিতিক বিজ্ঞান (Mathematical Sciences);

৩.২ জীবন সম্পর্কিত বিজ্ঞান (Life Sciences).

৩.৩ ভৌত বিজ্ঞান (Physical Sciences);

৩.৪ সামাজিক বিজ্ঞান (Social Science);

৩.৫ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (ICT);

৩.৬ সমুদ্র বিজ্ঞান (Marine Science);

৩.৭ Sustainable Development Goals (SDGs) এবং ৮ম পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক গবেষণা;

৩.৮ ব্যবসায় শিক্ষা (Business Studies);

৩.৯ বাংলাদেশ উন্নয়ন অধ্যয়ন (Bangladesh Development Studies);

৩.১০ Engineering and Technology এবং

৩.১১ Development and public Policy;

৪.০ গবেষণার সহায়তার আওতা

৪.১ দেশের সকল সরকারি ও বেসরকারি সাধারণ, বিশেষায়িত, কারিগরি, কৃষি এবং চিকিৎসা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ এবং স্নাতকোত্তর কলেজসমূহ এই সহায়তা কর্মসূচির আওতাভুক্ত হবে;

৪.২ সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে/গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারী যারা গবেষণার সাথে সম্পৃক্ত আছেন অথবা গবেষণা কর্ম করতে আগ্রহী তারাও এ গবেষণার আওতাভুক্ত হবে।

৫.০ গবেষণা প্রকল্পের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি

৫.১ গবেষণা প্রস্তাবসমূহে যে অর্থবছরে অর্থায়ন করা হবে তার 'পূর্ববর্তী অর্থবছরের জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত অনলাইনে গবেষণা প্রস্তাবের আবেদন গ্রহণ করা হবে' এবং এ বিষয়ে ডিসেম্বর মাসে ১টি বাংলা ও ১টি ইংরেজি জাতীয় দৈনিক প্রত্রিকায় বিজ্ঞাপন/বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হবে। এ ছাড়া বিজ্ঞাপন/বিজ্ঞপ্তি মন্ত্রণালয়, ব্যানবেইস, ইউজিসির ওয়েবসাইটে ও প্রচারের জন্য আপলোড করা হবে।

৬.০ আবেদনের পদ্ধতি

৬.১ গবেষণা সহায়তা প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ফরমে (সংযুক্তি-১ : PCN & CP অনুসারে) আবেদন করতে হবে।

৬.২ গবেষণা প্রস্তাব (Research Proposal) প্রকল্প আকারে উপস্থাপন করতে হবে। প্রস্তাবের সাথে গবেষণার উপযোগিতা, প্রাসঙ্গিক, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কর্মপরিকল্পনা (Work Plan), গবেষণার মেয়াদ, গবেষণা টীমের পরিচিতি এবং যোগ্যতা প্রদান করতে হবে;

৬.৩ গবেষণা প্রস্তাবের সাথে গবেষণার খাতভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলন (Estimated Cost) যৌক্তিকতাসহ প্রদান করতে হবে;

৬.৪ গবেষক টীমের সদস্যবৃন্দ একাধিক বিভাগ/বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যৌথভাবে গবেষণা কাজ বাস্তবায়নকল্পে সহায়তার আবেদন করতে পারবে;

৬.৫ বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা প্রতিষ্ঠান অথবা দেশীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান গবেষণা সহযোগী হতে পারবে;

৬.৬ এই কর্মসূচির আওতায় মুখ্য গবেষক বা সহযোগী গবেষকের কোন গবেষণা প্রকল্প চলমান থাকলে নতুন কোন গবেষণা প্রকল্পের জন্য আবেদন করা যাবে না।

৬.৭ সহকারী অধ্যাপক বা সমপদ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির নীচে কেহ মুখ্য গবেষক বা সহকারী মূখ্য গবেষক হিসেবে আবেদন করতে পারবেন না, তবে পিএইচডি ডিগ্রিধারী প্রভাষক বা সমপদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি সহকারী মুখ্য গবেষক হতে পারবেন;

৭.০ গবেষণা সহায়তা প্রাপ্তির শর্ত

৭.১ মৌলিক ও ফলিত বা প্রায়োগিক গবেষণাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে;

৭.২ মানসম্পন্ন দেশি, বিদেশি জার্নালে প্রকাশনা এবং গবেষণায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আবেদনকারীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে;

৭.৩ আবেদনকারী গবেষক টীম গবেষক যাঁর আন্তর্জাতিক/জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/ওয়ার্কসপে প্রবন্ধ উপস্থাপনা বা অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা রয়েছে এমন আবেদনকারী প্রাধান্য পাবেন;

৭.৪ ন্যূনতম গবেষণা অবকাঠামো, চলমান গবেষণা সংখ্যা, গবেষণা প্রকাশনা এবং গবেষণা কর্মকাণ্ডে বৈদেশিক সংযোগের মান সন্তোষজনক প্রতীয়মান হতে হবে;

৭.৫ গবেষণার বিষয়বস্তু দেশে প্রয়োগ উপযোগী ও সময়ের প্রেক্ষাপটে জাতীয় চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে;

৭.৬ গবেষণার বিষয়ে ইতোমধ্যে সাফল্য/নির্ভরযোগ্যতা/আশাব্যঞ্জক বুৎপত্তি (Achievement) অর্জন করেছেন এমন আবেদনকারীকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে;

৭.৭ আবেদনকারীকে তার জানামতে তিনজন বিশেষজ্ঞের নাম (রেফারী হিসেবে) উল্লেখ করতে হবে;

৭.৮ গবেষণা প্রস্তাব বিবেচনার ক্ষেত্রে গবেষণার ফলাফল Peer Reviewed Journal-এ প্রকাশিত না হলে গবেষকগণকে পরবর্তীতে আর এই কর্মসূচির আওতায় অর্থায়ন বিবেচনা করা হবে না।

৮.০ বাছাই ও মনিটরিং কমিটি

৮.১ বিজ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃত জাতীয় পর্যায়ের কোন ব্যক্তিত্ব-সভাপতি;

৮.২ অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়), মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সদস্য;

৮.৩ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা-সদস্য সচিব।

৮.৪ উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর মনোনীত সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অভিজ্ঞ একজন অধ্যাপক-সদস্য;

৮.৫ উপাচার্য, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় এর মনোনীত 'ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি' বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন অধ্যাপক-সদস্য;

৮.৬ উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এর মনোনীত 'ব্যবসায় শিক্ষা' বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন অধ্যাপক-সদস্য;

৮.৭ উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এর মনোনীত 'ভৌত বিজ্ঞান' বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন অধ্যাপক-সদস্য;

৮.৮ উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় এর মনোনীত 'উন্নয়ন অধ্যায়ন' বিষয়ে একজন অধ্যাপক-সদস্য;

৮.৯ উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একজন অধ্যাপক-সদস্য;

৮.১০ উপাচার্য, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এর মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একজন অধ্যাপক-সদস্য;

৮.১১ উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় এর মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একজন অধ্যাপক-সদস্য;

৮.১২ ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন অধ্যাপক-সদস্য;

৮.১৩ সরকার কর্তৃক মনোনীত সরকারী কলেজের একজন প্রতিনিধি যিনি গবেষণা কাজে অভিজ্ঞ (অধ্যাপক পদের নীচে নয়)-সদস্য;

৮.১৪ সরকার কর্তৃক মনোনীত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের একজন গবেষক (৩য় গ্রেডের নীচে নয়)-সদস্য;

৮.১৫ সরকার কর্তৃক মনোনীত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'আইসিটি' বিষয়ে অভিজ্ঞ একজন অধ্যাপক-সদস্য।

৯.০ বাছাই ও মনিটরিং কমিটির কার্য পরিধি

৯.১ গবেষণা অধিক্ষেত্র সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞের মতামত সংগ্রহ করা;

৯.২ প্রাথমিকভাবে বাছাইকৃত গবেষণা প্রস্তাবসমূহের উপর বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক অথবা বিশেষজ্ঞের (রিভিউয়ার) নিকট হতে গবেষণা প্রস্তাবের মৌলিকত্ব, প্রায়োগিক উপযোগিতা, গবেষণা পরিচালনার সুবিধা-অসুবিধা, গবেষণা প্রস্তাবের মান বা কমিটমেন্ট এবং দুর্বলতা (যদি থাকে), গবেষণার সাফল্য সম্ভাবনা সম্পর্কে রিভিউসহ রেটিং সংগ্রহ করা, যাতে সহায়তা প্রদানের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন বা সহায়তা প্রদান বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়;

৯.৩ রিভিউয়ারগণ নির্ধারিত রেটিং সূচক (সংযুক্তি-২ Proforma for Evaluation of Research Proposal অনুসারে) ব্যবহার করে গবেষণা প্রস্তাবসমূহ মূল্যায়ন করবেন;

৯.৪ গবেষণা সহায়তা প্রাপ্তির জন্য আবেদন ফরম এর প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিমার্জন করা এবং গবেষণা সহায়তা প্রদান বিষয়ক চুক্তিনামার প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিমার্জন করা;

৯.৫ নীতিমালা সংশোধনের জন্য সুপারিশ প্রদান;

৯.৬ গবেষণা প্রস্তাবসমূহ অনুমোদনের লক্ষ্যে বাছাই এর নিমিত্ত রিভিউয়ারদের রেটিং-কে অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা, তবে গবেষণা প্রস্তাব ও অর্থায়নে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ষ্টিয়ারিং কমিটি গ্রহণ করবে;

৯.৭ রিভিউয়ারদের একটি ডাটাবেজ তৈরি ও সময়ে সময়ে তা হালাগাদ করা;

৯.৮ গবেষণা প্রস্তাব এবং সমাপ্ত গবেষণা ফলাফল সম্পর্কে ওয়ার্কসপ/সেমিনার আয়োজন করা;

৯.৯ প্রতিমাসে একটি সভা আহ্বান। প্রয়োজনে অতিরিক্ত সভা আহ্বান করা যাবে;

৯.১০ গৃহীত প্রকল্পের গবেষণা কাজের অগ্রগতি মনিটরিং করা এবং মনিটরিং প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা;

৯.১১ গবেষণা কাজের সমাপ্তিতে গবেষকদের নিকট হতে চূড়ান্ত প্রতিবেদন সংগ্রহ করা; এবং

৯.১২ বিভিন্ন স্তরের নিম্নরূপ ওয়েটেজ বিবেচনাপূর্বক প্রাপ্ত গবেষণা প্রস্তাবসমূহ প্রাথমিক যাচাই বাছাই করা:

(ক) গবেষণা সহায়তা কর্মসূচী বাস্তবায়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এর আলোকে গবেষণা প্রকল্পের গুরুত্ব;

(খ) জাতীয় প্রয়োজনের নিরিখে গবেষণা প্রকল্পের প্রায়োগিক যথার্থতা;

(গ) গবেষকের গবেষণা পরিচালনায় সক্ষমতা;

(ঘ) গবেষণা পরিচালনার অবকাঠামো ও ল্যাবরেটরি সক্ষমতা/সুবিধা;

(ঙ) প্রস্তাবিত গবেষণার বিষয়ে পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং

(চ) মৌলিক ও ফলিত বা প্রায়োগিক গবেষণাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

৯.১৩ **বাছাই ও মনিটরিং** কমিটি'র মেয়াদ ৪ বছর হবে।

১০.০ কর্মসূচি বাস্তবায়ন

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় নিম্নোক্তভাবে একটি ষ্টিয়ারিং কমিটি সামগ্রিকভাবে এ গবেষণা সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে:

ষ্টিয়ারিং কমিটি:

১০.১ সচিব/সিনিয়র সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সভাপতি;

১০.২ সভাপতি, বাছাই ও মনিটরিং কমিটি-সদস্য;

১০.৩ অতিরিক্ত সচিব (বিশ্ববিদ্যালয়), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সদস্য সচিব;

১০.৪ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস)-সদস্য;

১০.৫ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য (গবেষণা)-সদস্য;

১০.৬ প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ (যুগ্ম-সচিবের নীচে নয়)-সদস্য;

১০.৭ প্রতিনিধি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সদস্য (অধ্যাপকের নীচে নয়)-সদস্য;

১০.৮ প্রতিনিধি, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (অধ্যাপকের নীচে নয়) সদস্য;

১০.৯ প্রতিনিধি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (অধ্যাপকের নীচে নয়) সদস্য;

১০.১০ প্রতিনিধি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় (অধ্যাপকের নীচে নয়) সদস্য;

১০.১১ প্রতিনিধি, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ,শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত সরকারি কলেজের একজন অধ্যক্ষ-সদস্য;

১০.১২ প্রতিনিধি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ((অধ্যাপকের নীচে নয়), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত-সদস্য;

১১.০ ষ্টিয়ারিং কমিটির কার্যপরিধি

১১.১ বাছাই ও মনিটরিং কমিটি থেকে রেটিং ও মন্তব্যসহ প্রাপ্ত গবেষণা প্রস্তাব পর্যালোচনা, গবেষণা প্রস্তাবের ব্যয় প্রাক্কলন পরীক্ষা, আবশ্যকীয় সহায়তার পরিমাণ নিরূপণ ও অনুমোদন;

১১.২ শিক্ষা খাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও সার্বিক মূল্যায়ন;

১১.৩ গবেষণা অগ্রগতি পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

১১.৪ প্রয়োজন সাপেক্ষে সহায়তার পরিমাণ পুনঃনির্ধারণ বা সহায়তা প্রদান স্থগিত করা;

১১.৫ প্রদত্ত সহায়তার অর্থ ব্যবহার সংক্রান্ত কাজের অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা পরিচালনা এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন মূল্যায়ন;

১১.৬ গবেষণা শেষে গবেষণার জন্য ক্রয়কৃত উপকরণাদির গবেষণাত্তোর ব্যবহার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ;

১১.৭ মুখ্য গবেষক, সহ গবেষক এবং গবেষণা সহকারীদের সম্মানীভাতা প্রয়োজনে পর্যালোচনাপূর্বক পুনঃনির্ধারণ ও অনুমোদন;

১১.৮ প্রতি দুই মাস অন্তর কমিটির সভা আহ্বান। প্রয়োজনে অতিরিক্ত সভা আহ্বান করা যাবে;

১১.৯ সভার সিদ্ধান্তক্রমে বিষয়ভিত্তিক সদস্য কো-অপ্ট করা যাবে;

১১.১০ নীতিমালা সংশোধন/পরিমার্জন অনুমোদনে সুপারিশ করা।

১২.০ গবেষণা সহায়তা বরাদ্দ প্রণয়ন, গবেষণা প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যবহার

১২.১ প্রতি বছর মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বাজেটের সচিবালয় অংশে শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা ব্যয় খাতে বরাদ্দ রাখা হবে। ষ্টিয়ারিং কমিটি প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব করবে;

১২.২ গবেষণা সহায়তা বরাদ্দ সম্পূর্ণভাবে প্রতিযোগিতামূলক রেটিং এবং ষ্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক যাচাইকৃত ব্যয় প্রাক্কলন এর ভিত্তিতে নির্ধারিত হবে;

১২.৩ সহায়তা বরাদ্দ প্রকল্পের অগ্রগতি বিবেচনা করে প্রতি অর্থ বছরে প্রকল্পের অনুকূলে বিভাজিত বরাদ্দ ছাড় ও বিতরণ করা হবে;

১২.৪ গবেষণা অগ্রগতি সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হলে অর্থ প্রদান স্থগিতকরণ, পুণঃতফসিলীকরণ করা যাবে বা বরাদ্দের পরিমাণ পুনঃনির্ধারণ করা যাবে;

১২.৫ গবেষণা প্রস্তাবের মেয়াদ সর্বোচ্চ ৩ বছর ও সর্বোচ্চ বরাদ্দের পরিমাণ ৩০.০০(ত্রিশ) লক্ষ টাকা হতে পারে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে ষ্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে অধিক বরাদ্দ দেওয়ার বিষয় বিবেচনা করা যাবে;

১২.৬ গবেষণা প্রকল্পের অনুকূলে ছাড়কৃত অর্থ সরকারি আর্থিক বিধি বিধান অনুসারে ব্যয়/সমন্বয় করতে হবে;

১২.৭ ৩০ জুনের মধ্যে ছাড়কৃত অর্থের সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে এবং ব্যয় বিবরণী (ভাউচারসহ) ব্যানবেইস এ পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে দাখিল করতে হবে;

১২.৮ অব্যয়িত অর্থ ৩০ জুনের মধ্যে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করতে হবে;

১২.৯ যুক্তিযুক্ত কারণ ছাড়া গবেষণার ধারাবাহিকতা ক্ষুন্ন করা হলে গবেষণা সহায়তা স্থগিত বা বাতিল করা যাবে;

১২.১০ সহায়তার অর্থ গবেষণা উপকরণ সংগ্রহ, গবেষক সম্মানী, গবেষণা বৃত্তি, দেশি-বিদেশি গবেষণা সফর, গবেষণা জরীপ ব্যয়, গবেষণা সেমিনার, গবেষণা প্রকাশনা এবং গবেষণা ল্যাবরেটরী স্থাপন কাজে ব্যয় করা যাবে;

১২.১১ গবেষণা শেষে গবেষণার জন্য ক্রয়কৃত উপকরণাদির বিষয় স্টিয়ারিং কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। তবে গবেষণা পরিচালনার স্থল বা প্রতিষ্ঠান/বিভাগ ক্রয়কৃত উপকরণাদি প্রাপ্তির বিষয়ে অগ্রাধিকার পাবে;

১২.১২ গবেষণা সহায়তার অর্থ নিছক নির্মাণ কাজ বা পূর্ত অবকাঠামো উন্নয়ন কাজে ব্যয় করা যাবে না;

১২.১৩ গবেষণা কর্মে স্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিল্প উদ্যোক্তা, সমাজ হিতৈষীদের গবেষণা সহযোগিতা বা অনুদান গ্রহণ করা যাবে। তবে তা গবেষণা প্রস্তাবে উল্লেখ থাকতে হবে;

১৩.০ গবেষণা মূল্যায়ন, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সংরক্ষণ

১৩.১ প্রতি বছর বাছাই ও মনিটরিং কমিটি গবেষণা সহায়তা প্রাপ্ত গবেষকদের গবেষণালব্ধ ফলাফল মূল্যায়নপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন করবে। মূল্যায়ন প্রতিবেদনের আলোকে গবেষণা ফলাফলের প্রায়োগিক ব্যবহার সম্পর্কে স্টিয়ারিং কমিটিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণপূর্বক তা বাস্তবায়নে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

১৩.২ প্রতি বছর সমাপ্ত প্রকল্পের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গবেষণা কর্ম হিসেবে নির্বাচিত গবেষক/গবেষক টিমকে স্টিয়ারিং কমিটি পুরস্কার প্রদানের জন্য নির্বাচন করবে;

১৩.৩ বাছাই ও মনিটরিং কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে সমাপ্ত গবেষণা প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদনের সংকলন হিসেবে একটি প্রকাশনা প্রকাশ করা হবে। এতদদ্দেশ্যে নিম্নরূপ একটি সম্পাদকীয় কমিটি থাকবে:

১. আহ্বায়ক : সভাপতি, বাছাই ও মনিটরিং কমিটি;

২. সদস্য : সংশ্লিষ্ট যুগ্মসচিব, বিশ্ববিদ্যালয় অনুবিভাগ, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়;

৩. সদস্য-৩ জন : বাছাই ও মনিটরিং কমিটির ৩ জন সদস্য, যারা ষ্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক মনোনীত হবেন;

৪. সদস্য সচিব : মহাপরিচালক, ব্যানবেইস।

১৩.৪ গবেষণা প্রতিবেদন সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কাছে সরবরাহ করা যেতে পারে;

১৩.৫ গবেষণা কার্যক্রমের ফলাফল প্রতিবেদনাকারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত লাইব্রেরীতে সংরক্ষণ করা হবে;

১৪.০ গবেষণা সম্মানী

১৪.১ এই নীতিমালার আওতায় কোনো গবেষণা কার্যক্রমে নিয়োজিত মুখ্য গবেষক ও সহকারী গবেষকগণ গবেষণা পরিচালনার জন্য বাৎসরিক যথাক্রমে ৭০,০০০/- টাকা ও ৪৫,০০০/- টাকা সম্মানী প্রাপ্য হবেন। গবেষণা প্রকল্প প্রস্তাবের মূল ব্যয় বিভাজনে গবেষকগণের সম্মানী অন্তর্ভুক্ত করতে হবে;

১৪.২ কোনো গবেষণা প্রকল্পের ক্ষেত্রে পিএইচডি, এমফিল ও মাস্টার্স- এ অধ্যয়নরত ছাত্রদের গবেষণা সহকারী হিসেবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা যাবে। এ ক্ষেত্রে মাস্টার্স/এমপিএইচ, এমফিল, পিএইচডি/ এফসিপিএস/এমডি/এমএস এবং গবেষণা সহকারীর সম্মানী যথাক্রমে ১০,০০০/-, ১৫,০০০/-, ২৫,০০০/- ও ১৫,০০০/- টাকা এবং মাস্টার রোল শ্রমিক বাবদ মাসে সর্বোচ্চ ১০,০০০/- টাকা (প্রতিদিন ৫০০/- টাকা হারে) প্রদান করা যাবে;

১৪.৩ জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি, বাছাই ও মনিটরিং কমিটি, সম্পাদকীয় কমিটির সদস্যগণের সভায় উপস্থিতির সম্মানী ও রিভিউয়ারগণের গবেষণা প্রস্তাব রিভিউকরণের সম্মানী জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদনের ভিত্তিতে অর্থ বিভাগ হতে বিভাজন অনুমোদন সাপেক্ষে প্রাপ্য হবেন।

১৫.০ গবেষণা কর্মসূচির আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্বাহ

১৫.১ বাছাই ও মনিটরিং কমিটি ও স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন, দেশি-বিদেশি বিশেষ রেফারীগণের সম্মানী, ওয়ার্কসপ/ কনফারেন্স এবং কর্মসূচির অন্যান্য প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক ব্যয় গবেষণা ব্যয় বরাদ্দ হতে নির্বাহ করা হবে। স্টিয়ারিং কমিটি বছরের শুরুতেই সম্ভাব্য বাজেট বিভাজন অনুমোদন করবে;

১৫.২ গবেষণা ফলাফল জার্নালে প্রকাশ, প্যাটেন্ট রেজিষ্ট্রেশন এবং বাণিজ্যিকীকরণ এর ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা হবে; এবং

১৫.৩ গবেষণালব্ধ ফলাফল আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে উপস্থাপন করার জন্য গবেষকগণের পক্ষ থেকে আবেদন করা হলে গবেষণালব্ধ ফলাফল আন্তর্জাতিক কনফারেন্সে উপস্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সহায়তা এখাত হতে বহন করা হবে।

১৬.০ ঘোষণা প্রদান

১৬.১ গবেষণা সহায়তার আওতায় পরিচালিত গবেষণা কোনো গবেষণা সাময়িকী অথবা অন্য কোনো প্রকাশনায় প্রকাশের সময় "গবেষণা সরকারি আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত হয়েছে" মর্মে ঘোষণা প্রদান করতে হবে;

১৬.২ গবেষণাকর্মে অর্থায়নের ক্ষেত্রে দ্বৈততা পরিহারের লক্ষ্যে মুখ্য গবেষকগণকে এই মর্মে প্রত্যয়ন করতে হবে যে, দাখিলকৃত গবেষণা প্রস্তাবের ওপর তিনি নিজে বা অন্য কেহ ইত:পূর্বে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করেননি এবং রিভিউকালে এ বিষয়ে অন-লাইনে ইউজিসি ও বাংলাদেশ একাডেমি অফ সায়েন্স এ ব্যবহৃত প্লাটফরমের ন্যায় প্লাটফরম ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই করা হবে।

১৭.০ অন্যান্য শর্ত

১৭.১ গবেষকগণ গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রতিবেদন আকারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন। একইসাথে তাঁরা এ ফলাফল প্রায়োগিক কাজে ব্যবহার করতে পারবে মর্মে মন্ত্রণালয়কে প্রাধিকার অর্পণ করবেন;

১৭.২ কোনো গবেষকের গবেষণার সাথে শিরোনাম, উদ্দেশ্য, কোনো অধ্যায়, গবেষণা ফলাফল হুবহু মিল সম্পর্কে কোনোরূপ অভিযোগ উত্থাপিত/প্রমাণিত হলে গবেষণা মঞ্জুরী বাতিল, মঞ্জুরীকৃত অর্থ আদায় এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ক্ষেত্রে Turnitin বা এই জাতীয় অন্য কোনো সফটওয়্যার ব্যবহার করে গবেষণার মৌলিকত্ব ও বিশুদ্ধতা যাচাই করা যাবে। তবে সমরূপতার গ্রহণ যোগ্য সীমা (Acceptance Level of Similarity Index) সর্বোচ্চ ২০% হতে পারবে।

১৭.৩ গবেষণা কর্মসূচির আওতায় কোনো প্রকার পদসৃজন বা নিয়োগ করা যাবেনা। কারিগরি সহয়তা, তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ প্রয়োজন হলে মুখ্য গবেষক গবেষণা সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্দিষ্ট মেয়াদে জনবল নিয়োজিত করতে পারবেন। তবে এরূপ নিয়োজিত জনবল সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বা সরকারের কর্মচারী বলে গণ্য হবেন না;

১৭.৪ উন্নতমানের গবেষণা প্রবন্ধ সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক মানের জার্নাল প্রকাশ করা যেতে পারে। প্রকাশিত জার্নাল সম্পর্কে বাছাই ও মনিটরিং কমিটি/ব্যানবেইসকে অবহিত করতে হবে। Non Zero Impact Factor বিবেচনায় Peer Reviewed Journal এ প্রকাশিত হলে বা পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করলে পরবর্তীতে তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মানিত করা হবে।

১৭.৫ মন্ত্রণালয় হতে ২৯ জুন, ২০১৬ তারিখে জারীকৃত শিক্ষাখাতে উচ্চতর গবেষণা সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা (সংশোধিত) অনুসরণে বাস্তবায়নাধীন/প্রক্রিয়াধীন গবেষণা প্রস্তাবসমূহ যথারীতি উক্ত নীতিমালা অনুযায়ী বাস্তবায়ন/অনুমোদন করা হবে।

১৭.৬ এই নীতিমালা জারির পর হতে পূর্বে জারীকৃত সকল নীতিমালা বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৮.০ ইহা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

সোলেমান খান
সচিব।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়-১

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৭ চৈত্র ১৪২৯/২১ মার্চ ২০২৩

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৮.০৮.০০৩.২০১১-১১৯—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর এঁর অনুমোদনক্রমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর ধারা ৩২(১) অনুযায়ী ড. এম. নুরুল ইসলাম, প্রাক্তন উপ-উপাচার্য, ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ-কে উক্ত ইউনিভার্সিটি এর প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর পদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ প্রদান করা হলো:—

(ক) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর পদে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ হবে যোগদানের তারিখ হতে ০৪ (চার) বছর। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজনে যে কোনো সময় এই নিয়োগ আদেশ বাতিল করতে পারবেন;

(খ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত বেতনভাতা প্রাপ্য হবেন এবং পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন;

(গ) তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।

২.০ জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৮.০৮.০১৪.২০০৪ (অংশ-১)-১২২—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর এঁর অনুমোদনক্রমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর ধারা ৩২(১) অনুযায়ী প্রফেসর ড. কাজী শাহাদাৎ কবীর, সোনারগাঁও ইউনিভার্সিটি-কে সিটি ইউনিভার্সিটি, সাভার, ঢাকা এর প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর পদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ প্রদান করা হলো:—

(ক) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর পদে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ হবে যোগদানের তারিখ হতে ০৪ (চার) বছর। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজনে যে কোনো সময় এই নিয়োগ আদেশ বাতিল করতে পারবেন;

(খ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত বেতনভাতা প্রাপ্য হবেন এবং পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন;

(গ) তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।

২.০ জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৮.১২.১০৭.২০১৬-১২৩—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর এঁর অনুমোদনক্রমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর ধারা ৩৩ (১) অনুযায়ী প্রফেসর ড. জাকিয়া বেগম, প্রাক্তন ট্রেজারার, রাজশাহী সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি, নাটোর-কে উক্ত ইউনিভার্সিটি এর ট্রেজারার পদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ প্রদান করা হলো:—

(ক) ট্রেজারার পদে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ হবে যোগদানের তারিখ হতে ০৪ (চার) বছর। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজনে যে কোনো সময় এই নিয়োগ আদেশ বাতিল করতে পারবেন;

(খ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত বেতনভাতা প্রাপ্য হবেন এবং পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন;

(গ) তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।

২.০ জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৮.০৮.০০৩.২০১২-১২০—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর এঁর অনুমোদনক্রমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর ধারা ৩২(১) অনুযায়ী ড. জুড উইলিয়াম জেনিলো, ডীন, স্কুল অব সোস্যাল সাইন্স, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশ-কে উক্ত ইউনিভার্সিটি এর প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর পদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ প্রদান করা হলো:—

(ক) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর পদে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ হবে যোগদানের তারিখ হতে ০৪ (চার) বছর। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজনে যে কোনো সময় এই নিয়োগ আদেশ বাতিল করতে পারবেন;

(খ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত বেতনভাতা প্রাপ্য হবেন এবং পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন;

(গ) তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।

২.০ জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৮.০৮.০১৪.২০০৪ (অংশ-২)-১২১—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর এঁর অনুমোদনক্রমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর ধারা ৩১(১) অনুযায়ী ব্রিগেডিয়ার জেনারেল প্রফেসর ড. ইঞ্জিঃ মোঃ লুৎফর রহমান, প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর, বাংলাদেশ আর্মি ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (বিএইউএসটি), সৈয়দপুর-কে সিটি ইউনিভার্সিটি, সাভার, ঢাকা এর ভাইস চ্যান্সেলর পদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ প্রদান করা হলো:—

(ক) ভাইস চ্যান্সেলর পদে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ হবে যোগদানের তারিখ হতে ০৪ (চার) বছর। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজনে যে কোনো সময় এই নিয়োগ আদেশ বাতিল করতে পারবেন;

(খ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত বেতনভাতা প্রাপ্য হবেন এবং পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন;

(গ) তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।

২.০ জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ০৫ চৈত্র ১৪২৯/১৯ মার্চ ২০২৩

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৮.১১.০৫১.১৪-১১৩—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর এঁর অনুমোদনক্রমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর ধারা ৩১(১) অনুযায়ী প্রফেসর ড. অনুপম সেন, প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর, প্রিমিয়ার ইউনিভার্সিটি চট্টগ্রাম-কে উক্ত ইউনিভার্সিটি এর ভাইস-চ্যান্সেলর পদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ প্রদান করা হলো:—

(ক) ভাইস চ্যান্সেলর পদে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ হবে যোগদানের তারিখ হতে ০৪ (চার) বছর। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজনে যে কোনো সময় এই নিয়োগ আদেশ বাতিল করতে পারবেন;

(খ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত বেতনভাতা প্রাপ্য হবেন এবং পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন;

(গ) তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।

২.০ জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৮.০৮.০০৪.২০১০-১১৪—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর এঁর অনুমোদনক্রমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর ধারা ৩৩ (১) অনুযায়ী অধ্যাপক ড. জাহিদুল ইসলাম, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা-কে উক্ত ইউনিভার্সিটি এর ট্রেজারার পদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ প্রদান করা হলো:—

(ক) ট্রেজারার পদে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ হবে যোগদানের তারিখ হতে ০৪ (চার) বছর। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজনে যে কোনো সময় এই নিয়োগ আদেশ বাতিল করতে পারবেন;

(খ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত বেতনভাতা প্রাপ্য হবেন এবং পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন;

(গ) তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।

২.০ জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৮.১১.০২২.১২ (অংশ-১)-১১২—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর এঁর অনুমোদনক্রমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর ধারা ৩৩(১) অনুযায়ী ড. মোঃ আজিবুর রহমান, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজ,গাজীপুর-কে ফার্স্ট ক্যাপিটাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ, চুয়াডাঙ্গা এর ট্রেজারার পদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ প্রদান করা হলো:—

(ক) ট্রেজারার পদে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ হবে যোগদানের তারিখ হতে ০৪ (চার) বছর। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজনে যে কোনো সময় এই নিয়োগ আদেশ বাতিল করতে পারবেন;

(খ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত বেতনভাতা প্রাপ্য হবেন এবং পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন;

(গ) তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।

২.০ জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৮.০৮.০২০.২০০৬-১১১—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর এঁর অনুমোদনক্রমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর ধারা ৩১(১) অনুযায়ী অধ্যাপক ড. মোঃ শাহ-ই-আলম, প্রাক্তন উপাচার্য, শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সিটি ইউনিভার্সিটি ঢাকা-কে শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজি এর ভাইস চ্যান্সেলর পদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ প্রদান করা হলো:—

(ক) ভাইস চ্যান্সেলর পদে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ হবে যোগদানের তারিখ হতে ০৪ (চার) বছর। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজনে যে কোনো সময় এই নিয়োগ আদেশ বাতিল করতে পারবেন;

(খ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত বেতনভাতা প্রাপ্য হবেন এবং পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন;

(গ) তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ০৭ চৈত্র ১৪২৯/২১ মার্চ ২০২৩

নং ৩৭.০০.০০০০.০৭৮.০১১.০০৪.২০২২-১২৪—মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর এঁর অনুমোদনক্রমে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর ধারা ৩৩(১) অনুযায়ী অধ্যাপক নিতাই চন্দ্র চন্দ, প্রাক্তন অধ্যক্ষ, এম.সি কলেজ, সিলেট-কে সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এর ট্রেজারার পদে নিম্নোক্ত শর্তে নিয়োগ প্রদান করা হলো:—

(ক) ট্রেজারার পদে তাঁর নিয়োগের মেয়াদ হবে যোগদানের তারিখ হতে ০৪ (চার) বছর। তবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর প্রয়োজনে যে কোনো সময় এই নিয়োগ আদেশ বাতিল করতে পারবেন;

(খ) তিনি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত বেতনভাতা প্রাপ্য হবেন এবং পদ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সুবিধা ভোগ করবেন;

(গ) তিনি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মোঃ ফরহাদ হোসেন
উপসচিব।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-৩ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৭ ফাল্গুন ১৪২৯/১২ মার্চ ২০২৩

নং ২৬.০০.০০০০.০৮৮.০১১.৮৯.১৭ (অংশ-১)-২৫—আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ২য় শ্রেণির (১০ম গ্রেড) নির্বাহী অফিসার এর নিয়োগের নিমিত্ত বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে জারীকৃত ০১-০৬-২০১৬ তারিখের ২৬.০০.০০০০ .০৮৬. ১১. ০০৪.১৫-৫০৫ নম্বর প্রজ্ঞাপন ও ১৪-০৮-২০১৬ তারিখের ২৬. ০০.০০০০.০৮৬.১১.০০৪.১৫-৭৩৬ নম্বর প্রজ্ঞাপনে **"জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৬-০৩-২০১৪ তারিখের এস.আর.ও নম্বর-৩৪ আইন/২০১৪"** এর পরিবর্তে **"বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ০২-১২-১৯৭৮ তারিখের এস.আর.ও নম্বর-৩২১-এল/৭৮** [THE GAZETTED OFFICERS (IMPORTS AND EXPORTS CONTROL ORGANISATION) RECRUITMENT RULES, 1978]" এবং ০৫-০৪-২০১৮ তারিখের ২৬.০০.০০০০.০৮৮.১১.০৮৯.১৭-৪৮ নম্বর প্রজ্ঞাপনে **"জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ০৬ মার্চ, ২০১৪ তারিখের এস.আর.ও নং-৩৪ আইন/২০১৪" এর পরিবর্তে "বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের ০৫-০৬-২০১৭ তারিখের এস.আর.ও নং ১৭৫-আইন/২০১৭ [আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের (নন-ক্যাডার) কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৭]"** এতদ্দারা প্রতিস্থাপন করা হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ হুমায়ূন কবীর
সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ অধিশাখা-২

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৩ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৭ মার্চ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০১৩.২১.৯০—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144 (7) ধারা এবং Tenancy Rules. 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশা করা হয়েছে।

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
০১	আরপপুর	১২৩	২৫১৫	ঝিনাইদহ সদর	ঝিনাইদহ
০২	নলপতুয়া	৫৮	৯৩৪	মহেশপুর	ঝিনাইদহ
০৩	শৈলকুপা	৫১	৪৬২৬	শৈলকুপা	ঝিনাইদহ
০৪	দেবতলা	৪৭	১০৩৭	শৈলকুপা	ঝিনাইদহ
০৫	ভাবনপাড়া	৫১	৫৪৩	মহম্মদপুর	মাগুরা
০৬	পূর্ব্ব নারায়ণপুর	৭৫	৪২৩	মহম্মদপুর	মাগুরা
০৭	আড়িয়ারা	৭৩	১২৮৬	লোহাগড়া	নড়াইল
০৮	ঘাগা	১২৫	৯০৫	লোহাগড়া	নড়াইল
০৯	রামপুর	৮৭	৮০৫	কালিয়া	নড়াইল
১০	কান্দুরী	৫৪	১১৫৬	কালিয়া	নড়াইল
১১	টোনা	৭৫	৬৭৭	কালিয়া	নড়াইল

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৯.৩৩.০০৬.১৭.৮৯—The State Acquisition And Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর 144 (7) ধারা এবং Tenancy Rules, 1955 এর 34(2) বিধি অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এই মর্মে ঘোষণা করা যাচ্ছে যে, নিম্নবর্ণিত মৌজাসমূহের স্বত্বলিপি চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে:

ক্রম	মৌজার নাম	জেএল নম্বর	খতিয়ান সংখ্যা	উপজেলার নাম	জেলার নাম
০১	দিশবন্দী	১১১	৩০১	নবাবগঞ্জ	দিনাজপুর
০২	টাকামতি	১১৪	৩৫৯	নবাবগঞ্জ	দিনাজপুর
০৩	সিমুড়	২০৭	২৭০	নবাবগঞ্জ	দিনাজপুর
০৪	লক্ষীপুর	১৪১	২৯৯	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
০৫	চন্ডীপুর বিষ্ণুপুর	৭৫	১৬৫	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
০৬	হরিপুর	১০৪	২৭৩	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
০৭	শেখরপুর	১১৯	২০০	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
০৮	ভাদুয়ারী	১২৮	৩১৫	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
০৯	শ্রীপুর	৯৫	২৩৯	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
১০	বৈরকুড়ি	৩৬	২৪০	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
১১	গোবিন্দপুর	৮৪	২৬৩	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
১২	জিনর	৪১	৬২৫	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
১৩	গঙ্গাপুর	১০৫	১৭৫	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
১৪	লক্ষ্মনিয়া	৭২	২৮৪	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
১৫	ভড়রা	১৮	৩১১	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
১৬	ধনঞ্জয়পুর	৭৯	১৯৯	বোচাগঞ্জ	দিনাজপুর
১৭	লক্ষণপুর	৫৯	২২৯	ফুলবাড়ী	দিনাজপুর
১৮	দক্ষিণ রঘুনাথপুর	১৪৬	২৫২	ফুলবাড়ী	দিনাজপুর
১৯	মালঞ্চা	১৪৯	৩৪৩	ফুলবাড়ী	দিনাজপুর
২০	জনিপুর	১৬৮	৩২৮	ফুলবাড়ী	দিনাজপুর
২১	সহরা	১১	২২৩	ফুলবাড়ী	দিনাজপুর
২২	পার্ব্বতীপুর	১২	২৩৭	ফুলবাড়ী	দিনাজপুর
২৩	পশ্চিম মহেশপুর	১৩	২৫৩	ফুলবাড়ী	দিনাজপুর
২৪	মুরারীপুর	১৩৫	২৩১	ফুলবাড়ী	দিনাজপুর
২৫	মালীগাঁও	১৫৬	৩৩৮	দিনাজপুর সদর	দিনাজপুর
২৬	বালাপুকুর	১৫	১৬২	বিরল	দিনাজপুর
২৭	লস্করপুকুর	৩২	২১৩	বিরল	দিনাজপুর
২৮	উত্তর রামচন্দ্রপুর	৮৩	৯৬	বিরল	দিনাজপুর
২৯	আরাজী জামুন	০৫	১৬৩	হরিপুর	ঠাকুরগাঁও
৩০	নীলগাঁও	০৯	২৫০	হরিপুর	ঠাকুরগাঁও
৩১	মশানগাঁও	৫০	২৪০	হরিপুর	ঠাকুরগাঁও
৩২	রামজী শান্তি	৩৫	১৪৩	দেবীগঞ্জ	পঞ্চগড়
৩৩	খারিজা ঝলই লাল মামুদ	০৮	১০৩	বোদা	পঞ্চগড়

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম এম আরিফ পাশা
যুগ্মসচিব (জরিপ)।

নৌপরিবহণ মন্ত্রণালয়
জাহাজ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২০ চৈত্র ১৪২৯/৩ এপ্রিল ২০২৩

নং ১৮.০০.০০০০.০২৪.০৬.০০১.১৯.৩৮— নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ৩০-০৯-২০১৯ তারিখে নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর এর সার্বিক উন্নয়ন,আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার ৪ নং সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে মেরিটাইম লেবার কনভেনশন-২০০৬ (MLC-2006) এর রেগুলেশন ৪.৪ ও ৪.৫ অনুযায়ী নাবিকদের Shore based welfare facilities এবং সামাজিক নিরাপত্তা ও অন্যান্য নাবিক কল্যাণ কার্যক্রম সম্পাদনকল্পে ১ মার্চ ২০০৮ খ্রি. তারিখে "Guide Line of the Seamen's Welfare Fund" এর অনুচ্ছেদ-৩ মূলে গঠিত "নাবিক কল্যাণ তহবিল" পরিচালনা কমিটি সংশোধন করে বাংলাদেশ মার্চেন্ট শিপিং অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর ৫০৬ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে বর্ণিত সদস্যবর্গের সমন্বয়ে "নাবিক কল্যাণ তহবিল পরিচালনা কমিটি" পুনঃগঠন করা হলো:

সভাপতি

১. পরিচালক, নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর, চট্টগ্রাম

সদস্যবৃন্দ

২. যুগ্মসচিব/উপসচিব (জাহাজ), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

৩. বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন এর একজন প্রতিনিধি

৪. উপপরিচালক (শিপিং), নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা

৫. অধ্যক্ষ, ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট, চট্টগ্রাম

৬. শিপিং মাস্টার, সরকারি সমুদ্র পরিবহন অফিস, চট্টগ্রাম

৭. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সিফ্যারার্স ইউনিয়ন, চট্টগ্রাম

৮. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সীম্যান্স এসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম

৯. বিদেশী জাহাজ মালিক সমিতি (আইএমইসি) এর একজন প্রতিনিধি

১০. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, মেসার্স হক এন্ড সন্স লিঃ, চট্টগ্রাম

সদস্য-সচিব

১১. সহকারী পরিচালক, নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর, চট্টগ্রাম।

২। কমিটির কার্যপরিধি:

(ক) নাবিক ও তার পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যদের চিকিৎসায় আর্থিক সহায়তা সুবিধা প্রদান (Medical Care);

(খ) চাকুরিরত অবস্থায় দুর্ঘটনা জনিতকারণে আহত হলে চিকিৎসায় সহায়তা প্রদান;

(গ) কোনো নাবিক কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনা বা অসুস্থতাজনিত কারণে জাহাজে চাকুরি করিতে অক্ষম হইলে আর্থিক সহায়তা প্রদান;

(ঘ) দুঃস্থ, অসুস্থ নাবিকদের এবং তাদের উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের ও মৃত নাবিকদের পরিবারের সদস্যদের আর্থিক সহায়তা প্রদান;

(ঙ) প্রাকৃতিক দুর্যোগে কিংবা কোনো দুর্ঘটনা বা বিশেষ অসুবিধারক্ষেত্রে দেশে বা বিদেশে অবস্থানরত নাবিকদের জরুরি আর্থিক সাহায্য প্রদান;

(চ) নাবিক ও তাদের সন্তানদের ভিত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, শিক্ষায় আর্থিক সহায়তা প্রদান;

(ছ) নাবিক এবং নাবিকের উপর নির্ভরশীল পরিবারের সদস্যদের মৃত্যুতে দাফন কাফন/সৎকার কাজে আর্থিক সহায়তা প্রদান;

(জ) নাবিকদের খেলাধুলা, চিত্তবিনোদনমূলক কার্যক্রমে আর্থিক সহায়তা প্রদান;

(ঝ) কমিটির নিকট গ্রহণযোগ্য অন্যবিধ নাবিক কল্যাণমূলক কাজে সহায়তা প্রদান।

৩। প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে এ আদেশ কার্যকর হবে।

৪। সভাপতির অনুমোদনক্রমে কমিটি নিয়মিতভাবে ০৪ (চার) মাস অন্তর কমিটির সভা আহবান করিবেন।

৫। সভাপতি ও সদস্য সচিব এর যৌথ স্বাক্ষরে হিসাব পরিচালিত হবে।

৬। এ আদেশ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সৈয়দ আলী আহসান
উপসচিব।

ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
সংস্থা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৭ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২১ মার্চ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং ১৬.০০.০০০০.০২৭.০৬.০০২.২৩-৩৪—খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট আইন, ২০১৮-এর ৫নং ধারা অনুযায়ী সরকার নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে খ্রিস্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্টের ট্রাস্টি বোর্ড পুনর্গঠন করলেন:

ক্রম নং	নাম ও ঠিকানা	ট্রাস্টি বোর্ডে পদবি
(ক)	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান, (পদাধিকার বলে)
(খ)	জনাব জুয়েল আরেং, মাননীয় সংসদ সদস্য-১৪৬, ময়মনসিংহ-১	সিনিয়র ভাইস চেয়াম্যান
(গ)	বেগম গ্লোরিয়া ঝর্ণা সরকার, মাননীয় সংসদ সদস্য, ৩৩০, মহিলা আসন-৩০	সিনিয়র ভাইস চেয়াম্যান
(ঘ)	সচিব, ধর্মবিয়ষক মন্ত্রণালয়	সদস্য

ক্রম নং	নাম ও ঠিকানা	ট্রাস্টি বোর্ডে পদবি
	ট্রাস্টিঃ	
১.	ড. নমিতা হালদার, এনডিসি, (সাবেক সচিব), বাড়ী নং-৩০, রোড নং-৯, সেক্টর নং-৪, উত্তরা,ঢাকা-১২৩০।	ভাইস চেয়ারম্যান
২.	ড. বেনেডিক্ট আলো ড' রোজারিও, ৬২/এ,অঞ্জলী এপার্টমেন্ট, মণিপুরীপাড়া (২য় তলা) তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।	সদস্য
৩.	জনাব নির্মল রোজারিও, শেলটেক, ১০-এফ-৫, ১৫৪/১, মণিপুরীপাড়া তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।	
৪.	জনাব পিউস কস্তা, আর্বান দিগন্ত এ্যাপার্টমেন্ট ৫-এ ৬৪, গ্রীণ রোড, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।	
৫.	উপাধ্যক্ষ, রেমন্ড আরেং, ১৮, পশ্চিম নাখালপাড়া, ফ্ল্যাট-এফ-৫, সফুরা ডমিনো, সাপড়া মসজিদ, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।	
৬.	জনাব উইলিয়াম প্রলয় সমদ্দার, ৭৪, সেনপাড়া পর্বতা, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬।	
৭.	জনাব বাবু মার্কুস গমেজ, পারুল ভিলা, ৩০/১, পূর্ব রাজাবাজার, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।	
৮.	জনাব জেমস সুব্রত হাজরা, গ্রীণ স্প্লীনডার, ফ্ল্যাট নং-৪/ডি. হোল্ডিং নং-৪০১/৪-৪০১/৫, নিউ-ইস্কাটন, ঢাকা-১০০৫।	

২। ট্রাস্টি বোর্ড-এর মেয়াদকাল ২১-০৩-২০২৩ তারিখ হতে ৩ (তিন) বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

৩। উক্ত মেয়াদ শেষ হবার পূর্বে সরকার কোনো মনোনীত ট্রাস্টিকে কোন রূপ কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে তাঁর দায়িত্ব হতে অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে। অনুরূপভাবে কোন ট্রাস্টি ইচ্ছা করলে বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর তাঁর পদত্যাগ পত্র পেশ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
এস.এম ফরিদ আহম্মেদ
সহকারী সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
শাখা ডি-৪
প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৫ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/২৯ মার্চ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং ২৩.০০.০০০০.০৪০.২৭.০০৮ (অংশ).২০.১১৭—যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব সামছুদ্দিন আহমেদ, সাবেক পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতিরেকে SAARC Meteorological Research Centre (SMRC) ভবনটির সংস্কার কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণ করেন;

যেহেতু, আলোচ্য ভবনটির সংস্কার কাজ করার ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণ ব্যতিরেকে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গণপূর্ত বিভাগ দ্বারা ব্যয় প্রাক্কলন না করে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব সামছুদ্দিন আহমেদ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়কে পাশ কাটিয়ে গণপূর্ত বিভাগের মাঠ পর্যায়ের অধস্তন একজন নির্বাহী প্রকৌশলীকে দিয়ে প্রাক্কলন প্রস্তুত করে সরাসরি তাকে দিয়েই সংস্কার কাজটি করে সরকারি কাজের ক্ষেত্রে ক্ষমতার চরম অপব্যবহার করেছেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব সামছুদ্দিন আহমেদ SMRC ভবনের নামকরণ মাননীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রীর (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী) নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের 'জাতীয় আবহাওয়া গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' না করে একক সিদ্ধান্তে 'International Institute for Weather & Climate Research and Training Bangladesh (IIWCRTB)' নামকরণপূর্বক তা প্রদর্শন করে মূলতঃ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশ পালনে অনীহা, অবজ্ঞা ও অবহেলা প্রকাশ করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় ভবনটির সংস্কার কাজে আন্তর্জাতিক মানের ইন্টেরিয়র ডেকোরেশনের নামে মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় করে সরকারি অর্থের অপচয় তথা সরকারের আর্থিক ক্ষতি করেছেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব সামছুদ্দিন আহমেদ কর্তৃক SMRC ভবনের সংস্কার কার্যক্রমের বিষয়টি যথাসময়ে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত না করে পরবর্তীতে এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত উক্ত কাজের সার্বিক বিষয় সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ কমিটির চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বের তারিখ দিয়ে তাঁর একক স্বাক্ষরে এবং পরবর্তীতে আরো ৪ জনের স্বাক্ষর সংবলিত হালনাগাদ বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা সৃজন/প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে তিনি সরকারি কার্যসম্পাদনে অসততা ও চতুরতার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব সামছুদ্দিন আহমেদ SMRC ভবনের সংস্কার কাজ পিপিআর, ২০০৮ বিধিমালার বিধি ১৭(২) ভঙ্গ করে ৫টির বেশি ৯টি লটে বিভক্ত করে সম্পাদন করেছেন; যা আর্থিক অনিয়মের সামিল। এছাড়াও পিপিআর, ২০০৮ বিধিমালার বিধি ১৭(৫) অনুযায়ী ভবনটির সংস্কার কাজের ৯টি লটের মোট মূল্য ৮,৯২,৬০,২৩৮/৩০ (আট কোটি বিরানব্বই লক্ষ ষাট হাজার দুইশত আটত্রিশ টাকা ত্রিশ পয়সা) এবং ব্যয় মঞ্জুরির পরিমাণ ৭,৩৪,৮৪,৮৯১/- (সাত কোটি চৌত্রিশ লক্ষ চুরাশি হাজার আটশত একানব্বই) টাকা, যা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব কর্তৃক অনুমোদনযোগ্য। কিন্তু অভিযুক্ত কর্মকর্তা সেই অনুমোদন গ্রহণ না করে প্রশাসনিক ও আর্থিক অনিয়ম করেছেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব সামছুদ্দিন আহমেদ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার প্রধান হয়ে মাননীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রীর (মাননীয় প্রধানমন্ত্রী) সিদ্ধান্ত অমান্য, পিপিআর-২০০৮ লঙ্ঘন এবং সরকারের আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ আদেশ, ২০১৫ লঙ্ঘন করে প্রশাসনিক ও আর্থিক অনিয়ম করেছেন এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ২(খ) অনুসারে তাঁর এহেন কার্যকলাপ অসদাচণের শামিল;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব সামছুদ্দিন আহমেদ-এঁর আচরণ ও কার্যকলাপের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল)

বিধিমালা, ২০১৮-এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী তাঁর বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ০৯ মে ২০২১ তারিখের ২৩.০০.০০০০.০৪০.২৭.০০৮ (অংশ) ২০.১৬০ এবং ১৬১ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রণয়পূর্বক তাঁর নিকট প্রেরণ করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব সামছুদ্দিন আহমেদ অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব সামছুদ্দিন আহমেদ-এঁর আবেদন অনুযায়ী বিগত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত ব্যক্তিগত শুনানি অন্তে তাঁর বিরুদ্ধে বর্ণিত বিভাগীয় মামলায় গুরুদন্ড আরোপের পর্যাপ্ত ভিত্তি রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় ন্যায়বিচারের স্বার্থে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭(২)(ঘ) অনুযায়ী আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য জনাব মোঃ মাসুদ করিম (পরিচিতি নম্বর ৫৫৫৯), অতিরিক্ত সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মাসুদ করিম (পরিচিতি নম্বর ৫৫৫৯), অতিরিক্ত সচিব কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন অনুযায়ী অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ২(খ) এ সঙ্গায়িত একই বিধিমালার বিধি ৩ (খ) মোতাবেক দন্ডযোগ্য অসদাচরণের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, নথিপত্র পর্যালোচনায় এবং তদন্ত প্রতিবেদনে প্রদত্ত মতামতের আলোকে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) অনুযায়ী গুরুদন্ড হিসেবে অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব সামছুদ্দিন আহমেদ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক অনুমতি ব্যতিরেকে SMRC ভবনের সংস্কার কাজে সরকারের ৭,৩৪,৮৪,৮৯১/- (সাত কোটি চৌত্রিশ লক্ষ চুরাশি হাজার আটশত একানব্বই) টাকা ক্ষতি সাধন করেছেন;

যেহেতু, উক্ত অভিযোগে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব সামছুদ্দিন আহমেদ-কে দোষী সাব্যস্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২) (গ) অনুযায়ী SMRC ভবন সংস্কার কাজে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদনকৃত ৭,৩৪,৮৪,৮৯১/- (সাত কোটি চৌত্রিশ লক্ষ চুরাশি হাজার আটশত একানব্বই) টাকা তাঁর আনুতোষিক থেকে আদায় করার অথবা পিডিআর এ্যাক্ট, ১৯১৩ মোতাবেক আদায় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করে ৭ কার্যদিবসের মধ্যে জবাব প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব সামছুদ্দিন আহমেদ গত ২৯ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব দাখিল করেন, যা সন্তোষজনক নয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব সামছুদ্দিন আহমেদ-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(২)(গ) বিধি অনুযায়ী আর্থিক দন্ড হিসেবে অভিযুক্তের আনুতোষিক ও পেনশন হতে; অন্যথায় Public Demands Recovery Act. 1913 মোতাবেক ক্ষতিপূরণ বাবদ ৭,৩৪,৮৪,৮৯১/- (সাত কোটি চৌত্রিশ লক্ষ চুরাশি হাজার আটশত একানব্বই) টাকা আদায় করার লঘুদন্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সদয় অনুমোদিত হয়েছে;

সেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব সামছুদ্দিন আহমেদ, সাবেক পরিচালক, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-এঁর বিরুদ্ধে অসদাচরণ (Misconduct) এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৪(২)(গ) বিধি অনুযায়ী আর্থিক দন্ড হিসেবে অভিযুক্তের আনুতোষিক ও পেনশন হতে; অন্যথায় Public Demands Recovery Act, 1913 মোতাবেক ক্ষতিপূরণ বাবদ ৭,৩৪,৮৪,৮৯১/- (সাত কোটি চৌত্রিশ লক্ষ চুরাশি হাজার আটশত একানব্বই) টাকা আদায় করার লঘুদন্ড আরোপ করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

গোলাম মোঃ হাসিবুল আলম
সিনিয়র সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা -০১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ০৭ চৈত্র ১৪২৯/২১ মার্চ ২০২৩

নং ৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০০৬.২২-৫২—যেহেতু, আপনি জনাব শাহজাহান আহমেদ, সিনিয়র জেল সুপার (চঃ দাঃ) হিসেবে ২৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ থেকে অদ্যাবধি কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার, কুমিল্লা-তে কর্মরত আছেন;

যেহেতু, আপনি ১২-০৫-২০২১ তারিখ বিচার বৈঠকে বন্দি নং ৭১৫১/এ বিলাস @ জনাব শাহজাহান এর কর্তৃপক্ষের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণের জন্য কয়েদি বন্দি নং ৭১৫১/এ বিলাস @ জনাব শাহজাহানকে নিবৃত্ত করার জন্য সহকারী প্রধান কারারক্ষী নং ২১৮০১ মোঃ শাহনেওয়াজ ও কারারক্ষী নং ২২৪২৯ মোঃ দিদারুল আলমকে দিয়ে বন্দিকে ২/৩টি বেত্রাঘাত করান;

যেহেতু, একজন বন্দি তার যে কোনো দাবী উপস্থাপন করতেই পারে এবং তা অযৌক্তিক হলে বিধি মোতাবেক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা কারা তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে আপনার দায়িত্ব হলেও আপনি তা পালনে ব্যর্থ হয়েছেন;

যেহেতু, আপনি নিজেই ধৈর্য্যহারা হয়ে কেস টেবিলে গার্ডিং স্টাফদের দ্বারা বন্দিকে শারীরিকভাবে নির্যাতনের পথ বেছে নিয়েছেন যা অপেশাদারিত্বের পরিচয় বহন করেন;

যেহেতু, কারাভ্যন্তরে বন্দি নির্যাতনের ঘটনাটি ইউটিউবে প্রচারিত হওয়ায় কারা বিভাগ তথা সরকারের ভাবমূর্তি চরমভাবে ক্ষুণ্ন হয়েছে। ফলে কারাগারের সার্ভার কক্ষের তদারকি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছেন;

যেহেতু, আপনার এহেন কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' বিধায় বিভাগীয় মামলা নং ০৪/২০২২ রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয়। অভিযুক্ত ৩১-০৮-২০২২ তারিখে উক্ত কৈফিয়তের জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির জন্য প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, গত ২১-১২-২০২২ তারিখে আপনার ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, অভিযোগনামার জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিতে আপনার বক্তব্য সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২) (ঘ) বিধিমতে গত ০৩-০১-২০২৩ তারিখ তদন্তের জন্য জনাব অলীমুন রাজীব, উপসচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ২৬-০২-২০২৩ তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে জনাব শাহজাহান আহমেদ, সিনিয়র জেল সুপার (চঃ দাঃ) এর বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণ এর অভিযোগসমূহের মধ্যে অভিযোগ নং ১ ও অভিযোগ নং ৩ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত মর্মে উল্লেখ করেন;

সেহেতু, জনাব শাহজাহান আহমেদ, সিনিয়র জেল সুপার (চঃ দাঃ), কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার, কুমিল্লা এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(২) (খ) বিধি অনুযায়ী "০৩ (তিন) বছরের জন্য বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি স্থায়ীভাবে স্থগিতকরণ" লঘুদন্ড প্রদান করা হলো।

তারিখ : ০১ চৈত্র ১৪২৯ /১৫ মার্চ ২০২৩

নং ৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০০১.২৩-৫১— যেহেতু, জনাব মোঃ সেলিম হোসেন, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) ও (গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলা নং ০১/২০২২ এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার ৪(৩) (ঘ) বিধি মোতাবেক সুরক্ষা সেবা বিভাগের গত ২৯ নভেম্বর ২০২২ তারিখের ৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০০১.২২-১৯২ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনমূলে তাকে সরকারি 'চাকরি হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদন্ড প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তার চাকরি করার জন্য অন্তর্নিহিত আকাঙ্খা আছে এবং সে তার ভুলের জন্য অনুতপ্ত; এবং

যেহেতু, উক্ত দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে জনাব মোঃ সেলিম হোসেন, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (বরখাস্তকৃত), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, সচিব মহোদয় বরাবর যথাযথ সময়ে আপীল আবেদন দাখিল করেছেন;

সেহেতু, জনাব মোঃ সেলিম হোসেন, ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (বরখাস্তকৃত), সুরক্ষা সেবা বিভাগ এর আপীল আবেদন মঞ্জুরপূর্বক পূর্বে প্রদত্ত 'চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ' গুরুদন্ডাদেশ বাতিল করত: তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৪(৩) (ক) বিধি মোতাবেক **"০২ (দুই) বছরের জন্য নিম্নবেতন গ্রেডে অবনমিতকরণ"** গুরুদন্ড প্রদান করা হলো অর্থাৎ জাতীয় বেতন স্কেল ২০১৫ এর ৯ম গ্রেড হতে ১০ম গ্রেডে অবনমিতকরণ করা হলো। দন্ডের মেয়াদকালে তিনি ১০ম গ্রেডের ৩০২৬০/- ধাপে বেতন প্রাপ্য হবেন।

সুরক্ষা সেবা বিভাগের গত ২৯ নভেম্বর ২০২২ তারিখের ৫৮.০০.০০০০.০৭৬.২৭.০০১.২২-১৯২ সংখ্যক প্রজ্ঞাপনটি এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী
সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ চৈত্র ১৪২৯/৩০ মার্চ ২০২৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০১১.২০-৭৯—জনাব আব্দুর রহিম শাহ চৌধুরী (বিপি-৭০০১১১৬১৬৪), পুলিশ সুপার, পিটিসি, টাঙ্গাইল হিসেবে কর্মকালে তার সরকারি বাসভবন হতে গত ১৩-০৩-২০২০ তারিখে ১,০০,০০০/-(এক লক্ষ) টাকা চুরি হওয়ার ঘটনায় সন্দিগ্ধ হিসেবে উক্ত পিটিসির পরিচ্ছন্নতা কর্মী জনাব মোঃ ফরিদ মিয়াকে তার বাস ভবনে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেন এবং ফোনের মাধ্যমে তিনি বিষয়টি মির্জাপুর থানায় অবগত করেন। তিনি তার সরকারি বাসভবন থেকে জনাব মোঃ ফরিদ মিয়াকে মির্জাপুর থানার এসআই/নিরস্ত্র মোঃ আবুল বাশার মোল্লার হেফাজতে দিলে তিনি তাকে থানায় নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে গত ১৫-০৩-২০২০ তারিখ তার নির্দেশে উক্ত এসআই/নিরস্ত্র সন্দিগ্ধ জনাব মোঃ ফরিদ মিয়াকে পিটিসি টাঙ্গাইলের প্রশাসনিক ভবনে তার অফিস কক্ষে জনাব মোঃ ফরিদ মিয়া ও তার আত্মীয়-স্বজনকে অবৈধভাবে চাপ প্রয়োগ করে ৭০,০০০/- (সত্তর হাজার) টাকা গ্রহণ করেন। পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা হিসেবে চুরির মতো আমলযোগ্য ঘটনায় বিদ্যমান আইনের মাধ্যমে বিষয়টি নিষ্পত্তি না করে সন্দিগ্ধ ব্যক্তি ও তার আত্মীয়-স্বজনের নিকট হতে অবৈধভাবে চাপ প্রয়োগ করে টাকা গ্রহণের অভিযোগে গত ০৬-০১-২০২১ তারিখ তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি কারণ দর্শানোর জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানির অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১৯-০৫-২০২১ তারিখ তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীতে গত ০১-০৮-২০২২ তারিখ পুনরায় তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়।

০২। শুনানিকালে আনীত অভিযোগ, উভয় পক্ষের বক্তব্য, অভিযুক্ত কর্মকর্তার জবাব এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক তথ্য-প্রমাণাদির আলোকে তার বিরুদ্ধে অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হলে গুরুদন্ড আরোপের প্রয়োজনীয়তা থাকায় গত ২৬-০৯-২০২২ তারিখ ১৫৫ নং স্মারকমূলে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২) (ঘ) বিধি মোতাবেক জনাব মোসলেহ্ উদ্দিন আহমেদ (বিপি-৬৯৯৫০২০৮২৭), অতিরিক্ত ডিআইজি, টিডিএস, ঢাকা-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়।

০৩। তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব মোঃ মোসলেহ্ উদ্দিন আহমেদ (বিপি-৬৯৯৫০২০২০৮২৭), অতিরিক্ত ডিআইজি, টিডিএস, ঢাকা কর্তৃক সকল বিধি-বিধান প্রতিপালনপূর্বক সরেজমিনে তদন্ত শেষে গত ২২-১২-২০২২ তারিখ ৯১৮ নম্বর স্মারকমূলে দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩ (খ) 'অসদাচরণ'-এর অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করা হয়।

০৪। এমতাবস্থায়, জনাব আব্দুর রহিম শাহ চৌধুরী (বিপি-৭০০১১১৬১৬৪), পুলিশ সুপার, পিটিসি, টাঙ্গাইল এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে তার লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানিতে উভয়পক্ষের বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন, প্রাসঙ্গিক অন্যান্য দলিলপত্রাদি এবং অপরাধের প্রকৃতি ও মাত্রা বিবেচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর প্রমাণিত অভিযোগে একই বিধিমালার ৪(২) এর উপ-বিধি (১) (ক) অনুযায়ী তাকে 'তিরস্কার' দন্ড প্রদান করা হলো।

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আমিনুল ইসলাম খান
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৫ চৈত্র ১৪২৯/২৯ মার্চ ২০২৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৮.২৭.০৬০.২০২২-১৩৫—যেহেতু, পুলিশ পরিদর্শক জনাব মোঃ আব্দুর রহমান (বিপি-৬৩৮১০৭১৩৮৪), বর্তমানে পিআরএল ভোগরত ইতোপূর্বে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত), সাথিয়া থানা, পাবনায় কর্মকালে মোবাইল চুরি ঘটনাকে কেন্দ্র করে মাসুদ (১৫) আত্মহত্যার মামলায় আমজাদ শেখকে গ্রেফতার করেন এবং তাকে ছেড়ে দেয়ার জন্য ১ লক্ষ টাকা উৎকোচ দাবী করেন। দাবীকৃত ১ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩০ হাজার টাকা উৎকোচ গ্রহণ করার অভিযোগে তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২ (ঘ) মোতাবেক "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" দণ্ড প্রদান করা হয়। প্রদত্ত দন্ডে সংক্ষুব্ধ হয়ে তিনি এ বিভাগে আপিল আবেদন করেন।

০২। যেহেতু, তার আবেদন অনুযায়ী গত ২৯-০৩-২০২৩ তারিখ তার আপিল শুনানি গ্রহণ করা হয়। সরকার পক্ষের প্রতিনিধি অভিযোগের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। অপরদিকে অভিযুক্ত কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকারপূর্বক দণ্ড মওকুফের প্রার্থনা করেন;

০৩। যেহেতু, আনীত অভিযোগ, অভিযুক্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত লিখিত জবাব, আপিল শুনানিকালে পক্ষগণের বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় অভিযুক্ত কর্মকর্তা গত ০২-০১-২০২২ তারিখ হতে পি.আর.এল. ভোগ শেষে বর্তমানে অবসরে আছেন; এবং

০৪। সেহেতু, পুলিশ পরিদর্শক জনাব মোঃ আব্দুর রহমান (বিপি-৬৩৮১০৭১৩৮৪) কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপ-বিধি ২ (ঘ) মোতাবেক "বেতন গ্রেডের নিম্নতর ধাপে অবনমিতকরণ" এর দন্ডাদেশ মওকুফ করে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আমিনুল ইসলাম খান
সিনিয়র সচিব।

শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৮ চৈত্র ১৪২৯/২২ মার্চ ২০২৩

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০০১.২২-৭৪—জনাব মোঃ মোক্তার হোসেন, (বিপি-৭৭০৫১২৪২৯৭), পুলিশ সুপার, পিবিআই, বাগেরহাট হিসেবে কর্মকালে তাকে এ বিভাগের গত ২৩-০২-২০২২ তারিখের ৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০০১.২২-৪১নং প্রজ্ঞাপনমূলে জারীকৃত চাকরি হতে সাময়িক বরখাস্ত করার আদেশটি বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (বি.এস.আর) পার্ট-১ এর বিধি-৭৩ মোতাবেক প্রত্যাহার করা হলো।

০২। তার সাময়িক বরখাস্তকাল কর্তব্যকাল হিসেবে গণ্য হবে।

০৩। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আমিনুল ইসলাম খান
সিনিয়র সচিব।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
পরিমেয় ঐতিহ্য শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৬ চৈত্র ১৪২৯/ ৩০ মার্চ ২০২৩

নং ৪৩.০০.০০০০.১২৯.০৬.০০৫.২০.৪১—'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০ এর ৭ নম্বর ধারামতে 'রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির কালচারাল একাডেমি, রাজশাহী এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিম্নোক্তভাবে ১০ (দশ) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী পরিষদ গঠন করা হলো:

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	ঠিকানা	পরিষদের পদবি
০১	বিভাগীয় কমিশনার	বিভাগীয় কমিশনার এর কার্যালয়, রাজশাহী	সভাপতি
০২	উপসচিব (পরিমেয় ঐতিহ্য শাখা)	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
০৩	উপসচিব (সমন্বয়-২)	পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা	সদস্য
০৪	জনাব সুবোধ চন্দ্র মাহাতো, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, সমাজসেবী ও সংস্কৃতিকর্মী	স্থায়ী ঠিকানা : ঝালপুকুর, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	সদস্য
০৫	জনাব সুসেন কুমার স্যামদুয়ার, সাধারণ সম্পাদক, জাতীয় আদিবাসী পরিষদ, রাজশাহী, সমাজসেবী ও সংস্কৃতিকর্মী	স্থায়ী ঠিকানা : বটতলী, গোগ্রাম, গোদাগাড়ী, রাজশাহী	সদস্য

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	ঠিকানা	পরিষদের পদবি
০৬	জনাব সুনিল কুমার মাঝি, সিনিয়র লেকচার, মন্ডুমালা মহিলা ডিগ্রি কলেজ, তানোর রাজশাহী, সমাজসেবী ও সংস্কৃতিকর্মী	স্থায়ী ঠিকানা : মন্ডুমালা মহিলা ডিগ্রি কলেজ, তানোর, রাজশাহী	সদস্য
০৭	জনাব শেলী প্রিসিল্লা বিশ্বাস, সহকারী শিক্ষক, টিকইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, সমাজসেবী ও সংস্কৃতিকর্মী	স্থায়ী ঠিকানা : ২১৮, হড়গ্রাম পূর্বপাড়া, রাজশাহী কোর্ট, রাজপাড়া, রাজশাহী	সদস্য
০৮	জনাব আকবারুল হাসান মিল্লাত, প্রকাশক ও সম্পাদক, দৈনিক সোনারদেশ, উপশহর নিউমার্কেট রোড, রাজশাহী, সমাজসেবী ও সংস্কৃতিকর্মী	স্থায়ী ঠিকানা : উপশহর বি-৪৪২, ডাক : রাজশাহী সেনানিবাস, থানা: বোয়ালিয়া, জেলা : রাজশাহী	সদস্য
০৯	জনাব মোসা: মনোয়ারা পারভীন, প্রধান শিক্ষক, রিভারভিউ হাই স্কুল, রাজশাহী	স্থায়ী ঠিকানা : বাসা/হোল্ডিং নং-১২১, পাড়া/মহল্লা : দাসপুকুর, ডাকঘর : জিপিও-৬০০০, রাজপাড়া, রাজশাহী সিটিকর্পোরেশন, রাজশাহী	সদস্য
১০	উপ-পরিচালক	রাজশাহী বিভাগীয় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির কালচারাল একাডেমি, রাজশাহী	সদস্য-সচিব

০২। 'ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০' এর ৭(২) উপধারা অনুযায়ী পরিষদের মনোনীত সদস্যগণ তাঁদের মনোনয়নের তারিখ থেকে ০৩ (তিন) বছরের জন্য সদস্য পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময়ে যে কোনো মনোনীত সদস্যের সদস্যপদ বাতিল করতে পারবে কিংবা নির্বাহী পরিষদ পুনর্গঠন করতে পারবে এবং একই আইনের ৭(৩) উপধারা অনুযায়ী মনোনীত কোনো সদস্য যে কোনো সময় সরকারকে উদ্দেশ্য করে তাঁর স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে একমাসের নোটিশ প্রদানপূর্বক স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

০৩। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং ০৩-০৮-২০২২ খ্রিঃ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোসাম্মৎ জোহরা খাতুন
উপসচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০১ চৈত্র ১৪২৯/ ১৫ মার্চ ২০২৩

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৭.০০৪.২৩-৪১৯— যেহেতু, জনাব আবুল কালাম, পিতা : মফিজুর রহমান, ১৭৭/৮, ফলেশ্বর রোড, ফলেশ্বর, উপজেলা : ফেনী সদর, জেলা : ফেনী, ফেনী পৌরসভার ০৬ নং সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন;

যেহেতু, জনৈক গরু ব্যবসায়ী জনাব শাহ্ জালাল-কে গুলি করে হত্যার অভিযোগে তাকে প্রধান আসামী করে ফেনী মডেল থানায় গত ১৬ জুলাই ২০২১ তারিখে দন্ডবিধি ৩০২/০০১/৩৪ ধারায় জিআর মামলা নং ৪১৭/২০২১ দায়ের করা হয়েছে;

যেহেতু, উক্ত মামলার অভিযোগপত্র গত ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে বিজ্ঞ সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আমলী আদালত, ফেনী কর্তৃক গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যু করা হয়েছে এবং তিনি বর্তমানে পলাতক রয়েছেন;

যেহেতু, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩১(১) অনুযায়ী কোনো পৌরসভার কাউন্সিলর এর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলায় অভিযোগপত্র বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক গৃহীত হলে, সেক্ষেত্রে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় কাউন্সিলর কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভার স্বার্থের পরিপন্থি অথবা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন না হলে, সরকার কর্তৃক লিখিত আদেশের মাধ্যমে কাউন্সিলরকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারবে মর্মে বিধান রয়েছে: এবং

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক অভিযোগপত্র গৃহীত হয়েছে, গ্রেফতারী পরোয়ানা ইস্যু করা হয়েছে এবং তিনি বর্তমানে পলাতক রয়েছেন বিধায় তার কর্তৃক ফেনী পৌরসভার কাউন্সিলর এর ক্ষমতা প্রয়োগ করা প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণে সমীচীন নয় মর্মে সরকার মনে করে।

যেহেতু, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩১(১) অনুযায়ী জনাব আবুল কালাম, পিতা : মফিজুর রহমান, ১৭৭/৮, ফলেশ্বর রোড, ফলেশ্বর, উপজেলা : ফেনী সদর, জেলা : ফেনী-কে ফেনী পৌরসভার ০৬ নং সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদ হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

০২। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আব্দুর রহমান
উপসচিব।

উন্নয়ন-১ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ১৫ ফাল্গুন, ১৪২৯/২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৭.২৭.০২৩.২০২২-১৯৯—যেহেতু, জনাব মোঃ শামছুল হক, উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, উপজেলা : বকশীগঞ্জ, জেলা : জামালপুর, সাবেক কর্মস্থল : উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী, সন্দ্বীপ, চট্টগ্রাম, উপজেলা প্রকৌশলীর অতিরিক্ত দায়িত্বে কর্মরত থাকাকালীন চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলাধীন পূর্ব হারামিঞা জি,এম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য প্রশাসনিক অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে দরপত্র আহ্বান করে গত ১৬-০৬-২০২০ খ্রিঃ তারিখে চুক্তি সম্পাদন করেন। পরবর্তীকালে তিনি কোনো প্রকার যাচাই না করেই অনুমোদনকৃত পূর্ব হারামিঞা জি,এম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্থানে লে-আউট প্রদান না করে অননুমোদিত হারামিঞা উত্তর-পূর্ব সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের স্থানে ঠিকাদারকে লে-আউট প্রদান করে ৯০% কাজ দেখিয়ে বাস্তবায়ন করেন। অপরদিকে পূর্ব হারামিঞা জি, এম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ না করেই তিনি কাজের অগ্রগতি ৯০% দেখিয়ে কার্যাদেশপ্রাপ্ত ঠিকাদারকে ৭০,০০,০০০/- (সত্তর লক্ষ) টাকার বিল প্রদান করেন। বিদ্যালয় নির্মাণের নিয়মানুসারে ৪০ জন ছাত্র-ছাত্রীর জন্য ০১টি কক্ষ+শিক্ষক কক্ষ + মাল্টিমিডিয়া কক্ষ নির্মাণের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও উক্ত বিদ্যালয়ে ৮টি কক্ষের স্থলে ১২টি কক্ষ নির্মাণ করার কারণে অতিরিক্ত ০৪টি কক্ষ অব্যবহৃত অবস্থায় থাকায় সরকারি সম্পদ/অর্থের অপচয় হয়েছে; তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের বিষয়ে মোটেও আন্তরিক ও মনোযোগী ছিলেন না যা সরকারি অর্থের অপচয় ও জনস্বার্থ বিঘ্নিত হওয়াসহ বিভিন্ন অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ক) ও (খ) বিধিতে বর্ণিত যথাক্রমে অদক্ষতা ও অসদাচরণের দায়ে ২৩/২০২২ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, তার দাখিলকৃত জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৫-১০-২০২২ খ্রিঃ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিতে তার জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় বিভাগীয় মামলার অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২) (ঘ) বিধি অনুসারে জনাব মোহাম্মদ সাঈদ-উর-রহমান, উপসচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা গত ০১-০১-২০২৩ খ্রিঃ তারিখের ৪৬.০০.০০০০.০৯৯.২৭.০০২. ২২-১১ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ শামছুল হক, উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, উপজেলা-সন্দ্বীপ, জেলা-চট্টগ্রাম [বর্তমান কর্মস্থল : উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, উপজেলা-বকশীগঞ্জ, জেলা-জামালপুর] এর বিরুদ্ধে অভিযোগনামায় বর্ণিত অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে সুপারিশ প্রদান হয়েছে।

সেহেতু, জনাব মোঃ শামছুল হক, উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, উপজেলা-সন্দ্বীপ, জেলা-চট্টগ্রাম [বর্তমান কর্মস্থল : উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী, এলজিইডি, উপজেলা-বকশীগঞ্জ, জেলা-জামালপুর]- কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(ক) ও ৩(খ) বিধিতে বর্ণিত যথাক্রমে অদক্ষতা ও অসদাচরণের অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হলো।

তারিখ : ০৬ চৈত্র ১৪২৯/২০ মার্চ ২০২৩

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৭.২৭.০০৬.২০২২-২৪৯—যেহেতু, জনাব মোঃ মকবুল হোসেন, উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী (উপজেলা প্রকৌশলীর অতিরিক্ত দায়িত্ব) এলজিইডি, উপজেলা-দশমিনা, জেলা-পটুয়াখালী কর্মরত থাকাকালীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় ডিজাস্টার রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট (এলজিইডি পার্ট) এর অধীন পটুয়াখালী জেলার দশমিনা উপজেলাধীন Construction of 25m RCC Girder Bridge no Nehalgonj Hat-RHD Mamun Master Bari Road at ch. 1750m over Amtala Khal কাজের প্যাকেজ নং w-DISASTER-PATUA-DASHMINA-VR/02A (দরপত্র আইডি নং ৫৯৭২৩৩)-এ অংশগ্রহণকারী ১ম ও ২য় সর্বনিম্ন দরদাতা ই-জিপি সিস্টেমে Equipment Capacity দাখিল করা সত্ত্বেও দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি ১ম ও ২য় সর্বনিম্ন দরদাতাকে Non-Responsive করে ৩য় সর্বনিম্ন দরদাতার দর অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করেছেন। ফলে দরপত্রটি সঠিকভাবে মূল্যায়নের জন্য দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির নিকট ফেরত প্রদান করা হয়। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির দাখিলকৃত পুনঃমূল্যায়ন প্রতিবেদনে ১ম সর্বনিম্ন দরদাতার Liquid Asset গ্রহণযোগ্য নয় মর্মে Non-Responsive করা হয় অথচ উক্ত দরদাতা ই-জিপি সিস্টেমে অডিট রিপোর্ট দাখিল করেছেন যা Liquid Asset হিসেবে বিবেচ্য। সে কারণে দরপত্রটি সঠিকভাবে মূল্যায়নের জন্য পুনরায় দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির নিকট ফেরত প্রদান করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে তিনি পুনঃ দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদনে ২য় সর্বনিম্ন দরদাতা Rezwanul Maksud এর দাখিলকৃত দর ১,৪৮,৪৭,২৯৯.০২ (এক কোটি আটচল্লিশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার দুইশত নিরানব্বই টাকা দুই পয়সা) গ্রহণের সুপারিশ করেছেন। দরপত্রটির ১ম সর্বনিম্ন দরদাতা M/S Kohinoor Enterprise দরপত্রের সকল শর্ত পূরণ করে ১,৪০,০৫,৩২৩.১৫ (এক কোটি চল্লিশ লক্ষ পাঁচ হাজার তিনশত তেইশ টাকা পনেরো পয়সা) দর দাখিল করা সত্ত্বেও তিনি বারবার মূল্যায়ন প্রতিবেদনে তাকে Non-Responsive দেখিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে দরপত্র মূল্যায়ন Manipulate করেছেন; ১ম সর্বনিম্ন দরদাতার দরপত্র মূল্যায়ন সংক্রান্ত সকল কাগজপত্র সঠিক থাকা সত্ত্বেও সরকারের (১,৪৮,৪৭,২৯৯.০২– ১,৪০,০৫,৩২৩.১৫) = ৮,৪১,৯৭৫.৮৭ (আট লক্ষ একচল্লিশ হাজার নয়শত পঁচাত্তর টাকা সাতাশি পয়সা) টাকা ক্ষতিসাধন করে ২য় সর্বনিম্ন দরদাতার দর গ্রহণের সুপারিশ করার বিভিন্ন অভিযোগে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও (ঘ) বিধিতে বর্ণিত যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে ০৬/২০২২ নম্বর বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়।

যেহেতু, তার দাখিলকৃত জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে গত ১১-১০-২০২২ খ্রি. তারিখে ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়; এবং

যেহেতু, ব্যক্তিগত শুনানিতে তার জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় বিভাগীয় মামলার অভিযোগসমূহ তদন্তের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২) (ঘ) বিধি অনুসারে জনাব প্রত্যয় হাসান, সিনিয়র সহকারী সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ-কে তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তা গত ০৯-০২-২০২৩ খ্রি. তারিখের ৪৬.০০.০০০০.০৪৯.০০১.১৫-২৬ নম্বর স্মারকের মাধ্যমে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে।

যেহেতু, তদন্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত তদন্ত প্রতিবেদনের মতামতে অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মকবুল হোসেন, উপজেলা

সহকারী প্রকৌশলী (উপজেলা প্রকৌশলীর অতিরিক্ত দায়িত্ব) এলজিইডি, উপজেলা-দশমিনা, জেলা-পটুয়াখালী এর বিরুদ্ধে অভিযোগনামায় বর্ণিত অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে।

সেহেতু, জনাব মোঃ মকবুল হোসেন, উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী ((উপজেলা প্রকৌশলীর অতিরিক্ত দায়িত্ব) এলজিইডি, উপজেলা-দশমিনা, জেলা-পটুয়াখালী-কে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধিতে বর্ণিত যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করে বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি করা হলো।

মুহম্মদ ইব্‌রাহিম
সচিব।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
মৎস্য-৩, অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৮ ফাল্গুন ১৪২৯/১৩ মার্চ ২০২৩

নং ৩৩.০০.০০০০.১২৮.২৫.০১৮.১৪ (অংশ-১)-৪১—মেরিন ফিশারিজ একাডেমি চট্টগ্রাম-এর গভর্নিং বডি নিম্নোক্ত সদস্য সমন্বয়ে পুনর্গঠন করা হলো :

সভাপতি

১। সচিব, মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

২। মহাপরিচালক, মৎস অধিদপ্তর

৩। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৪। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম বিভাগ, চট্টগ্রাম

৫। যুগ্মসচিব (ব্লু-ইকোনমি), মৎস ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

৬। প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় (যুগ্মসচিব পদমর্যদার নিচে নয়)

৭। প্রতিনিধি, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার নিচে নয়)

৮। প্রতিনিধি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ (অধ্যাপক পদমর্যাদার নিচে নয়)

৯। পরিচালক, ইনষ্টিটিউট অব মেরিন সাইন্স এন্ড ফিশারিজ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

১০। প্রিন্সিপাল অফিসার, নৌ বাণিজ্য দপ্তর, চট্টগ্রাম

১১। সভাপতি, বাংলাদেশ সমুদ্রগামী জাহাজ মালিক সমিতি

১২। উর্দ্ধতন ইন্সট্রাক্টর (মেরিন), মেরিন ফিশারিজ একাডেমি

১৩। ইন্সট্রাক্টর (ফিশ প্রসেসিং), মেরিন ফিশারিজ একাডেমি

১৪। উর্দ্ধতন ইন্সট্রাক্টর (নেভিগেশন), মেরিন ফিশারিজ একাডেমি

সদস্য-সচিব

১৫। অধ্যক্ষ, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি

গভর্নিং বডির কার্যপরিধি :

(ক) সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ও নৌ-বাণিজ্য ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, চট্টগ্রাম-কে Centre of Excellence হিসেবে প্রতিষ্ঠায় সার্বিক দিক নির্দেশনা প্রদান;

(খ) মেরিন ফিশারিজ একাডেমির বার্ষিক উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা, আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয়াদি পর্যালোচনা ও অনুমোদন;

(গ) প্রশিক্ষণের মান ও কার্যকারিতা মূল্যায়ন;

(ঘ) প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতা মূল্যায়ন;

(ঙ) গভর্নিং বডি বছরে ন্যূনতম ২টি সভা করবে;

(চ) সভাপতি সহ ৫ (পাঁচ) জন সদস্য উপস্থিত থাকলে সভার কোরাম পূর্ণ হবে;

(ছ) প্রয়োজনে এ গভর্নিং বডি নতুন সদস্য কো-আপ্ট করতে পারবে;

(জ) মেরিন ফিশারিজ একাডেমি এ গভর্নিং বডিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে;

(ঝ) একাডেমির নীতিগত ও মৌলিক বিষয়ে গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর তা অনুমোদনের জন্য এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. আবুল কাশেম মোহাম্মদ কবীর
উপসচিব।

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা, বিধি ও মতামত শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৮ ফাল্গুন ১৪২৯বঙ্গাব্দ/১৩ মার্চ ২০২৩ খ্রিঃ

নং ৪৯.০০.০০০০.০৫০.২৭.০১৬.২০২২-২৩—যেহেতু, জনাব সুস্ময় পাল, ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রনিক্স), শরীয়তপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (মূল কর্মস্থল টিটিসি, রাজবাড়ী) এর বিরুদ্ধে দাপ্তরিক নিয়ম-কানুন না মেনে অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে তর্কে লিপ্ত হওয়া, সচিব ও মহাপরিচালকের নাম করে স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে ভীতি প্রদর্শন করা, ক্লাসে অফিসিয়াল ড্রেসকোড না মানা, কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকা এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে অসৌজন্যমূলক আচরণ করার বিষয়ে অভিযোগ পাওয়া যায়;

০২। যেহেতু, প্রাথমিক তদন্তে বর্ণিত অভিযোগসমূহের সত্যতা পাওয়া যাওয়ায় তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৩(খ) বিধি মোতাবেক বিভাগীয় মামলা নং ০১/২০২২ সূচনা করে ১৫ নভেম্বর ২০২২ তারিখের ৪৯.০০.০০০০.০৫০.২৭. ০১৬. ২০২২-৫৪ নং স্মারকমূলে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয় এবং একইসাথে তিনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কি-না তা জানতে চাওয়া হয়;

০৩। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণীর আলোকে লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির জন্য আবেদন করেন এবং ১৯ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ তার ব্যাক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

০৪। যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানিকাল প্রদত্ত বক্তব্য পর্যালোচনা করে ও আনীত অভিযোগসমূহের এবং অভিযুক্ত ব্যক্তির মানসিক অবস্থা বিবেচনা করে তাকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

০৫। সেহেতু, জনাব সুস্ময় পাল, ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রনিক্স), শরীয়তপুর কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, (মূল কর্মস্থল টিটিসি, রাজবাড়ী) কে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ৭(২) (ক) বিধি অনুযায়ী অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

০৬। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন
সিনিয়র সচিব।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
প্রেস-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৭ চৈত্র ১৪২৯/২১ মার্চ ২০২৩

নং **১৫.০০.০০০০.০২০.০৬.০০১.১২-৮০**—'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' এর ১৫(১) ধারা অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি তথ্য কমিশনের তথ্য কমিশনার জনাব আবদুল মালেক-কে প্রধান তথ্য কমিশনার হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেছেন।

২। প্রধান তথ্য কমিশনার-এঁর পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক, ভাতা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুবিধা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

৩। এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. ভেনিসা রড্রিক্স
উপসচিব।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-৩ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৭ চৈত্র, ১৪২৯/২১ মার্চ, ২০২৩

নং **২৮.০০.০০০০.০১৩.১৩.০০৯.২০-৮০**—বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (সংশোধন আইন, ২০০৫ ও সংশোধন আইন, ২০১০) এর ৬ ধারা অনুযায়ী জনাব মোঃ নূরুল আমিন, পিতা-মোঃ শামছুল হক, মাতা: নুরজাহান বেগম, গ্রাম: আইটপাড়া, ডাকঘর: শোল্লা বাজার, উপজেলা: ফরিদগঞ্জ, জেলা: চাঁদপুর-কে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিম্নে উল্লিখিত শর্তে নিয়োগ প্রদান করা হলো :

০২। **নিয়োগের শর্তাবলি :**

ক. তাঁর চাকরির মেয়াদ হবে ০৩ (তিন) বৎসর এবং এই মেয়াদ কার্যভার গ্রহণের তারিখ হতে কার্যকর হবে;

খ. তাঁর চাকরি কমিশনের সার্বক্ষণিক চাকরি হিসাবে বিবেচিত হবে এবং কমিশনে নিযুক্ত থাকা অবস্থায় তিনি লাভজনক অন্য কোনো চাকরিতে নিয়োজিত হতে পারবেন না;

গ. তিনি যে কোনো সময় ০১ (এক) মাসের নোটিশ প্রদানপূর্বক রাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করতে পারবেন;

ঘ. তাঁর অপসারণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এর ১১ ধারা প্রযোজ্য হবে;

ঙ. তিনি অর্থ বিভাগের ১৯-০৪-২০১৭ তারিখের পত্র নং-০৭.০০.০০০০.১২৬.০০.০০১.১০-৮৭ অনুসারে মাসিক বেতন হিসাবে নির্ধারিত ১,০৫,০০০/- (একলক্ষ পাঁচ হাজার) টাকা ও বাড়ি ভাড়া ভাতা বাবদ নির্ধারিত ৫০,৬০০/- (পঞ্চাশ হাজার ছয়শত) টাকা প্রাপ্য হবেন। এছাড়া তিনি তাঁর ব্যবহারের জন্য একটি সার্বক্ষণিক গাড়ী এবং তাঁর নিজের ও পরিবারের সদস্যদের জন্য দেশের অভ্যন্তরে চিকিৎসা ব্যয় প্রাপ্য হবেন;

চ. নিয়োগ প্রাপ্তির পর তিনি নিজ নামে বা বেনামে (পোষ্যদের নামে) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতভুক্ত কোনো ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবেন না;

ছ. চাকরি সংক্রান্ত অন্যান্য শর্ত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (সংশোধন আইন, ২০০৫ ও সংশোধন আইন, ২০১০) ও পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রণীতব্য বিধি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

০৩। জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ হুমায়ুন কবীর
অতিরিক্ত সচিব।

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
ডিএফডিপি শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৭ ফাল্গুন ১৪২৯/১২ মার্চ ২০২৩

নং **৩৫.০০.০০০০.০২৯.০৬.০৩২.২২.৮৭**—বাংলাদেশ সরকার ও Asian Development Bank (ADB) এর আর্থিক সহায়তায় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন" প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম

বাস্তবায়নের অনুমোদিত Resettlement Plan এ পুনর্বাসন কার্যক্রমটি সম্পন্ন করার জন্য Joint Verification Committee (JVC), Property Valuation Advisory Committee (PVAC) এবং কমিউনিটি ও প্রকল্প পর্যায়ের Grievance Redress Committee (GRC) কমিটি নির্দেশক্রমে নিম্নোক্তভাবে গঠন করা হলো :

১. যৌথ যাচাই কমিটি (Joint Verification Committee বা JVC)

(ক)	সংশ্লিষ্ট উপ প্রকল্প ব্যবস্থাপক (DPM)	আহবায়ক
(খ)	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মনোনীত প্রতিনিধি	সদস্য
(গ)	সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (আইএনজিও)	সদস্য-সচিব

কার্যপরিধি :

(ক) পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহায়তাকারী এনজিও কর্তৃক জরিপের মাধ্যমে বিদ্যমান রাইট অব ওয়ে এবং নতুন অধিগ্রহণের আওতায় ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা ও ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের পরিমাণ সরেজমিনে যাচাইকরণ;

(খ) জেলা প্রশাসকের কার্যালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা ও ক্ষতির পরিমাণের ভিত্তিতে যৌথ জরিপ ফরম স্বাক্ষর করে প্রকল্প পরিচালক, সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প এর নিকট পেশকরণ।

২. সম্পত্তি মূল্যায়ন উপদেষ্টা কমিটি (Property Valuation Advisory Committee বা PVAC)

(ক)	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ব্যবস্থাপক (PM)	আহবায়ক
(খ)	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের মনোনীত প্রতিনিধি	সদস্য
(গ)	সংশ্লিষ্ট উপ প্রকল্প ব্যবস্থাপক (DPM)	সদস্য
(ঘ)	সংশ্লিষ্ট চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ/কাউন্সিলর, পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন	সদস্য
(ঙ)	সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (আইএনজিও)	সদস্য-সচিব

কার্যপরিধি :

(ক) নতুন অধিগ্রহণের আওতায় ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি, অবকাঠামো, গাছপালা, অতিরিক্ত নগদ অনুদান ও অন্যান্য সম্পদের বাজার মূল্যের উপর জরিপ পরিচালনা করে পুনর্বাসন পরিকল্পনার আলোকে Replacement Cost নিরূপণের লক্ষ্যে মূল্য তালিকায় স্বাক্ষরকরণ;

(খ) প্রকল্পের আওতাধীন সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য সংস্থার জমিতে অবস্থানরত ব্যক্তিদের ক্ষতিগ্রস্ত সম্পদের বাজার মূল্যের উপর জরিপ পরিচালনা করে Replacement Cost নিরূপণের লক্ষ্যে মূল্য তালিকায় স্বাক্ষরকরণ;

(গ) মূল্য তালিকা প্রস্তুতকরণের কাজে বাস্তবায়নে সহায়তাকারী এনজিও হতে কারিগরি সহায়তা গ্রহণ;

(ঘ) পুনর্বাসন পরিকল্পনার আলোকে JVC কর্তৃক নিরূপিত ভূমি, অবকাঠামো, গাছপালা ও অন্যান্য ক্ষতির পরিমাণ প্রয়োজনবোধে পর্যালোচনা ও যাচাই করণ; এবং

(ঙ) উপর্যুক্ত কার্যাদি সম্পাদন করে সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র/প্রতিবেদন প্রকল্প পরিচালক, সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প এর নিকট পেশকরণ।

৩. Grievance Redress Committee (GRC):

৩.১ Community Level GRC (ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন)

(ক)	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ব্যবস্থাপক (PM)	আহবায়ক
(খ)	সংশ্লিষ্ট উপ প্রকল্প ব্যবস্থাপক (DPM)	সদস্য
(গ)	সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধি (যেমন মেয়র বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কাউন্সিলর, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ইউপি সদস্য)	সদস্য
(ঘ)	ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের প্রতিনিধি-যদি সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি নারী হয় সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট এলাকার জন্য সংরক্ষিত (মহিলা) ইউপি সদস্য/কাউন্সিলর	সদস্য
(ঙ)	ডেপুটি টিম লিডার, পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (আইএনজিও)	সদস্য-সচিব

কার্যপরিধি :

(ক) প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় পুনর্বাসন সম্পর্কিত সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির নালিশ ও শুনানি গ্রহণ;

(খ) বাংলাদেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী অধিগ্রহণকৃত বৈধ সম্পত্তির মালিকানা ও ক্ষতিপূরণ সম্পর্কিত অভিযোগ এবং আদালতে বিচারাধীন যে কোনো বিষয় কমিটির এখতিয়ার বহির্ভূত হওয়ায় তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করার পরামর্শ প্রদানকরণ;

(গ) কমিটির সুপারিশ অনুমোদনের জন্য প্রকল্প পরিচালক, সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প এর নিকট পেশকরণ।

নালিশ নিষ্পত্তি করার পদ্ধতি :

(ক) কমিটি কর্তৃক নালিশ প্রাপ্তির পনের (১৫) দিনের মধ্যে শুনানি গ্রহণ ও এক (১) মাসের মধ্যে নালিশ নিষ্পত্তিকরণ;

(খ) জিআরসির সভার জন্য কমপক্ষে তিন (৩) সদস্য কোরাম গঠন করবে;

(গ) জিআরসি-র সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীতকরণ, তাতে ব্যর্থ হলে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত করা হবে;

(ঘ) নালিশ সংক্রান্ত যাবতীয় দলিলাদির রেকর্ড ও সভার কার্যবিবরণী সংরক্ষণ করণ।

৩.২ **Project Level (PIU) GRC**

(ক)	সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক	আহবায়ক
(খ)	নির্বাহী প্রকৌশলী (পুনর্বাসন বিভাগ), সওজ/ প্রধান প্রকৌশলীর প্রতিনিধি, সওজ	সদস্য
(গ)	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প ব্যবস্থাপক (PM)	সদস্য
(ঘ)	প্রকল্প বাস্তবায়ন পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের (PIC) পুনর্বাসন বিশেষজ্ঞ	সদস্য
(ঙ)	টিম লিডার, পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নকারী পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (আইএনজিও)	সদস্য-সচিব

কার্যপরিধি :

(ক) Community Level GRC-র সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ঠ/সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আপিল পর্যালোচনাকরণ;

(খ) কমিটির সুপারিশমালা অনুমোদনের জন্য প্রকল্প পরিচালক, সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প এর নিকট পেশকরণ।

আপিল নিষ্পত্তি করার পদ্ধতি :

(ক) সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি যদি Community Level GRC-র সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ঠ হলে তিনি (সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি) উক্ত সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পরবর্তী ০৭ দিনের মধ্যে Project Level (PIU) GRC এর কাছে আপিল করতে পারবে;

(খ) Project Level (PIU) GRC আপিল পর্যালোচনা করবে এবং আপিল প্রাপ্তির ৩ সপ্তাহের (২১ দিন) মধ্যে কমিটির সুপারিশ অনুমোদনের জন্য প্রকল্প পরিচালক, সাসেক ঢাকা-সিলেট করিডোর সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প এর নিকট পেশকরণ। প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক অনুমোদিত সিদ্ধান্ত অবশ্যই চূড়ান্ত হিসাবে বিবেচিত হবে;

(গ) জিআরসির সভার জন্য কমপক্ষে তিন (৩) সদস্য কোরাম গঠন করবে;

(ঘ) সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

উল্লেখ্য, সরকার প্রয়োজনবোধে গেজেট নোটিফিকেশনের মাধ্যমে উপরে বর্ণিত কমিটিসমূহের গঠন ও কার্যপরিধি পরবর্তীতে পরিবর্তন করতে পারবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সুলতানা ইয়াসমীন
যুগ্মসচিব।

তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ২৯ মাঘ ১৪২৯/১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

নং **৩৫.০০.০০০০.০২৮.২৭.০০৬.২২-৬৫**—যেহেতু, জনাব শেখ মনিরুল ইসলাম (পরিচিতি নং-৬০১৯৭৩), নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল পদ), ঢাকা অনুকূলে "বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট" এর আওতায় অস্ট্রেলিয়ার The University of Qucensland এ Road Traffic Safety বিষয়ে ৪ (চার) বছর মেয়াদী (২১-০১-২০১৮ হতে ৩১-১২-২০২১ পর্যন্ত) পিএইচডি কোর্সে অংশগ্রহণের জন্য প্রেষণ মঞ্জুর করা হয়। প্রেষণের মেয়াদ শেষে তিনি অস্ট্রেলিয়া হতে দেশে প্রত্যাবর্তন করে কর্মস্থলে যোগদান করেননি এবং তাকে দেশে ফেরৎ এসে কর্মস্থলে যোগদানের নির্দেশ প্রদান করা হলে তিনি এ বিষয়ে কোনো জবাব দাখিল করেননি। তিনি গত ০১-০১-২০২২ তারিখ থেকে কর্মস্থলে বিনা অনুমতিতে অনুপস্থিত থাকায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ১২ (১) বিধি অনুযায়ী সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। তাঁর এরূপ আচরণ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর ২(খ) এবং (চ) অনুযায়ী যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর আওতাভুক্ত এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ হওয়ায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রস্তুত করে বিভাগীয় মামলা নম্বর ০২/২০২২ রুজু করা হয়;

যেহেতু, অভিযোগনামা প্রাপ্তির ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী কেন তার বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে না এর জবাব লিখিতভাবে জানানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানির ইচ্ছা পোষণ করেন কি-না তা-ও লিখিতভাবে জানানোর জন্য বলা হয়। জনাব শেখ মনিরুল ইসলাম (পরিচিতি নং-৬০১৯৭৩), নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো জবাব দাখিল করেননি বা ব্যক্তিগত শুনানির ইচ্ছা পোষণ করেননি;

যেহেতু, জনাব শেখ মনিরুল ইসলাম (পরিচিতি নং-৬০১৯৭৩), নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ) এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলার অভিযোগ তদন্তের জন্য সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৭(৩) বিধি মোতাবেক সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের উপসচিব, জনাব এ এম এম রিজওয়ানুল হক-কে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা গত ১৭-০৮-২০২২ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। তদন্ত প্রতিবেদনে তার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করা হয়;

যেহেতু, জনাব শেখ মনিরুল ইসলাম (পরিচিতি নং-৬০১৯৭৩), নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ) এর নিকট অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী এবং তদন্ত প্রতিবেদনের কপি প্রেরণপূর্বক তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর ৩(খ) ও ৩(গ) বিধি মোতাবেক 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর দায়ে কেন তাকে গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না মর্মে একই বিধিমালার ৭(৯) বিধি অনুযায়ী দ্বিতীয় কারণ দর্শানো হয়। তাকে ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে কারণ দর্শানোর জবাব দাখিলের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। কিন্তু নির্ধারিত ৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে তিনি জবাব দাখিল করেননি। এ পরিপ্রেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(গ) অনুযায়ী গুরুদণ্ড প্রদানের তথা "চাকুরী হইতে অপসারণ" এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তার নিকট নির্ধারিত সময়ে দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব পাওয়া যায়নি এবং তার বিরুদ্ধে আনীত 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(গ) অনুযায়ী "চাকুরী হইতে অপসারণ" গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং এতদবিষয়ে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এর মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন কর্তৃক জনাব শেখ মনিরুল ইসলাম (পরিচিতি নং-৬০১৯৭৩), নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা-কে "চাকুরী হইতে অপসারণ" গুরুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্তের সাথে ০৪-১২-২০২২ তারিখের ৮০.০০.০০০০.১১৩.৩৪.০২২.২২-৯০ নং স্মারকে একমত পোষণ করে;

যেহেতু, জনাব শেখ মনিরুল ইসলাম (পরিচিতি নং-৬০১৯৭৩), নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(গ) অনুযায়ী "চাকুরী হইতে অপসারণ" গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে সার-সংক্ষেপ মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে প্রেরণ করা হলে তিনি সানুগ্রহ অনুমোদন করেন;

সেহেতু, এক্ষণে জনাব শেখ মনিরুল ইসলাম (পরিচিতি নং-৬০১৯৭৩), নির্বাহী প্রকৌশলী (সওজ), প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর সংলগ্ন ছুটি, প্রশিক্ষণ ও প্রেষণজনিত সংরক্ষিত (সিভিল) পদ, ঢাকা-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(গ) মোতাবেক "চাকুরী হইতে অপসারণ" গুরুদণ্ডে দণ্ডিত করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ গত ০১-০১-২০২২ তারিখ হতে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী
সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
কারিগরি শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০২ চৈত্র ১৪২৯ বঙ্গাব্দ/১৬ মার্চ ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

নং **৫৭.০০.০০০০.০৫১.২৭.০০৬.২২-৫২**—যেহেতু, জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান, চিফ ইনস্ট্রাক্টর (টেক/পাওয়ার), পটুয়াখালী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, তিনি বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে কর্মস্থলে পাওয়ার টেকনোলজির ছাত্রীদের সাথে অশালীন, কুরুচিপূর্ণ আচরণ ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ পাওয়া যায় এবং প্রাথমিক তদন্তে উক্ত অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়। তিনি পাঠ্যপুস্তকের বিষয় ক্লাসে উপস্থাপন না করে অত্যন্ত সুকৌশলে নানাভাবে অশালীন আচরণ, ছাত্রীদের হয়রানি, হিজাব খুলতে বাধ্য করা, শরীর স্পর্শ করার চেষ্টা করা বা সুযোগ বুঝে শরীর স্পর্শ করাসহ নানাভাবে অশোভন আচরণ করেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের মৌখিক অভিযোগের প্রেক্ষিতে ০২ (দুই) জন অধ্যক্ষ তাকে মৌখিকভাবে সতর্ক করেন। তার এসব অসামাজিক, অশোভন ও অশ্লীল কার্যকলাপের জন্য বগুড়া পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের পাওয়ার ও আরএসি টেকনোলজির ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং শিক্ষক-কর্মচারীগণ বিব্রতকর অবস্থায় পড়েন। হিজাব খোলার বিষয়ের অবতারণা হওয়ায় ইনস্টিটিউট থেকে মাত্র ১০০ গজ দূরে প্রায় ৫৩,০০ জন আবাসিক ছাত্রের সমন্বয়ে জামিল মাদ্রাসা (কওমি মাদ্রাসা) অবস্থিত হওয়ায় যে কোনো সময় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে এরং সেক্ষেত্রে ইনস্টিটিউট নিরাপত্তাহীনতায় আছে বলে কমিটির কাছে প্রতীয়মান হয়;

যেহেতু, তিনি ছাত্রীদের সাথে অশালীন, কুরুচিপূর্ণ আচরণ ও শ্লীলতাহানি, পাঠ্যপুস্তকের বিষয় ক্লাসে উপস্থাপন না করে অত্যন্ত সুকৌশলে নানাভাবে ছাত্রীদের হয়রানি, হিজাব খুলতে বাধ্য করা, শরীর স্পর্শ করার চেষ্টা করা বা সুযোগ বুঝে শরীর স্পর্শ করাসহ নানাভাবে অশোভন আচরণ করেন বিধায় তার বিরুদ্ধে জনস্বার্থে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) ধারা অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ আনয়নপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী তার বরাবর প্রেরণ করা হয়। সে পরিপ্রেক্ষিতে তিনি লিখিত জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির ইচ্ছা পোষণ করেন;

যেহেতু, তিনি ১৮-০১-২০২৩ খ্রিঃ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণ করেন এবং শুনানিতে গ্রহণকৃত বক্তব্য ও কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়; এবং

যেহেতু, তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনান্তে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩ এর উপবিধি (খ) ধারা অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় তাকে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর উপবিধি ২(খ) অনুযায়ী "নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য বেতন বৃদ্ধি স্থগিত রাখা" লঘুদণ্ড প্রদান করা সমীচীন হবে;

সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪ এর উপবিধি ২(খ) অনুযায়ী পটুয়াখালী পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের চিফ ইনস্ট্রাক্টর (টেক/পাওয়ার) জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান এর অনুকূলে "বার্ষিক বেতনবৃদ্ধি পরবর্তী ০২ (দুই) বছরের জন্য স্থগিত" রাখার লঘুদণ্ড প্রদান করা হলো। তিনি ০২ (দুই) বছরের বর্ধিত বেতন কখনও প্রাপ্য হবেন না, ০২ (দুই) বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর ৩য় (তৃতীয়) বছর হতে তিনি বর্ধিত বেতন প্রাপ্য হবেন।

০২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ কামাল হোসেন
সিনিয়র সচিব।

জননিরাপত্তা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৭ চৈত্র ১৪২৯/২১ মার্চ ২০২৩

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৭.২৭.০০৫.২২-৭৩**—জনাব মোহাম্মদ সাইফুজ্জামান (বিএভি-১২০০৮১), পরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, চট্টগ্রাম রেঞ্জ, চট্টগ্রাম ও অতিরিক্ত দায়িত্ব-জোন অধিনায়ক, চট্টগ্রাম মহানগর আনসার উত্তর জোন পরিচালক, ৩০ আনসার ব্যাটালিয়ন, ফয়েস লেক, চট্টগ্রাম হিসেবে কর্মকালে আনসার সদস্যদের প্রাপ্য বেতনভাতা বা ওভার টাইম থেকে কোনো প্রকার অর্থ কর্তনের নিয়ম না থাকলেও অবৈধভাবে জনপ্রতি ৫০ (পঞ্চাশ) টাকা কর্তন করা, জোন কমান্ডারের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তরের পূর্বে তড়িঘড়ি করে একটি চেকের মাধ্যমে ২,৬০,১১৭/- (দুই লক্ষ ষাট হাজার একশত সতের) টাকা উত্তোলন করে নগদ অর্থ হাতে হাতে বিতরণপূর্বক মিথ্যা তথ্য দেয়া ও কোনো বৈধ ব্যয় বিবরণী না দেখানো, নভেম্বর-ডিসেম্বর/২০১৯ মাসের ভাতা বিতরণের ফারখতির প্রত্যয়নপত্রে জনাব মোস্তফা ফরিদুল আলম, থানা আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তাকে চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে জোরপূর্বক স্বাক্ষর করানো ও পরবর্তীতে অর্থ আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে সংশোধন করা, মাস্টাররোলভুক্ত কয়েকজন আনসার-কে মোবাইলে কল করে মিথ্যা জবানবন্দি নেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা এবং নিয়মবহির্ভূততভাবে ২০১৯ সালের ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে ১০ জনের উৎসব ভাতার পরিপূরক/ওভার টাইম বিল বাবদ ৯৭,৫০০/- টাকা এবং ২০২১ সালের এপ্রিল মাসের অনুষ্ঠিত ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে ১৮ (আঠার) জনের উৎসব ভাতার পরিপূরক/ওভার টাইম বিল বাবদ ১,৭৬,০০০/- টাকার ভুয়া মাস্টাররোল প্রস্তুত করতঃ আত্মসাৎ করার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২১-০৮-২০২২ তারিখ ১৩১ নং স্মারকে তাকে কারণ দর্শানো হয়। তিনি কারণ দর্শানোর জবাব দাখিলপূর্বক ব্যক্তিগত শুনানির আবেদন করেন।

০২। অভিযুক্ত কর্মকর্তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ০৮-১১-২০২২ তারিখে তার ব্যক্তিগত শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত শুনানিতে উভয় পক্ষের বক্তব্য, অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, দাখিলকৃত কাগজপত্রাদি, কারণ দর্শানোর জবাব, অনুসন্ধান প্রতিবেদন, পর্যালোচনায় তার বিরুদ্ধে আর্থিক অনিয়মের উদ্ভূত হওয়ায় বিষয়টি সরেজমিনে তদন্ত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় এ বিভাগের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ হারুন-অর-রশীদ, বাজেট অধিশাখা এর নেতৃত্বে দুই (০২) সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়।

০৩। উক্ত তদন্ত কমিটি কর্তৃক গত ০২-০২-২০২৩ তারিখ ০৭ নং স্মারকমূলে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয় এবং উক্ত প্রতিবেদনে অভিযুক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত হয়নি মর্মে উল্লেখ করা হয়।

০৪। জনাব মোহাম্মদ সাইফুজ্জামান (বিএভি-১২০০৮১), পরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, চট্টগ্রাম রেঞ্জ, চট্টগ্রাম ও অতিরিক্ত দায়িত্ব, জোন অধিনায়ক, চট্টগ্রাম মহানগর আনসার উত্তর জোন পরিচালক, ৩০ আনসার ব্যাটালিয়ন, ফয়েস লেক, চট্টগ্রাম-এর বিরুদ্ধে 'সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮'-এর ৩(খ) ও ৩(ঘ) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'দুর্নীতি পরায়ণ'-এর অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাকে আনীত অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

০৫। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আমিনুল ইসলাম খান
সিনিয়র সচিব।

আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২ চৈত্র ১৪২৯/১৬ মার্চ ২০২৩

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০২.২৩-৪০২**—ঢাকা জেলার শাহআলী থানার মামলা নং-০২(১২)২১-এর ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশি তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯/১০ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০২.২৩-৪০৩**—ঢাকা জেলার খিলক্ষেত থানার মামলা নং-১৫(১০)২০২০-এর ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশি তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬/৮/৯/১০ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০০২.২৩-৪০৪**—ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সদর মডেল থানার মামলা নং-৫৮/২১০, তারিখ : ২৫-০৪-২০২২ খ্রিঃ-এর ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশি তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৮/৯ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফৌজিয়া খান
উপসচিব।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
লিগ্যাল অ্যাফেয়ার্স অনুবিভাগ

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৯ ফাল্গুন ১৪২৯/১৪ মার্চ ২০২৩

নং **১৯.০০.০০০০.৮৫৫.২৭.০০২.২০২০/২১১**—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ আক্রাম হোসেন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে গঠিত অভিযোগনামা এবং অভিযোগ বিবরণী (১ম কারণ দর্শানোর নোটিশ) পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা-এর ০৭ জুন ২০২০ তারিখের স্মারক নং-১৯.০০.০০০০.৮৫৫.২৭. ০০২.২০ এর মাধ্যমে তাঁর স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ আক্রাম হোসেনের স্থায়ী ঠিকানায় যথাযথভাবে বর্ণিত নোটিশটি প্রেরণ করা সত্ত্বেও তিনি উক্ত নোটিশের কোনো জবাব প্রদান করেননি এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক কিনা তাও অবহিত করেননি; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা জনাব মোহাম্মদ আক্রাম হোসেন এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য অত্র মন্ত্রণালয়ের পরিচালক পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হলে, তদন্তকারী কর্মকর্তা তার বিস্তারিত তদন্ত শেষে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে আনীত 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ আক্রাম হোসেন এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ার প্রেক্ষিতে তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বর্ণিত গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তাকে কেন 'চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ' কিংবা অন্য কোনো উপযুক্ত গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না তা জানতে চেয়ে ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গত ৩০ জানুয়ারি ২০২২ তারিখের স্মারক নং-১৯.০০. ০০০০.৮৫৫.২৭.০০২.২০ এর মাধ্যমে প্রদান করা হয় যা রেজিস্ট্রার্ড ডাকযোগে অভিযুক্তের স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়, এবং বহুল প্রচারের জন্য ০২ মার্চ ২০২২ তারিখে একটি জাতীয় বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রে (দৈনিক জনকণ্ঠ) এবং একই তারিখে একটি জাতীয় ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্রে (Daily Observer) প্রকাশ করা হয়; এবং

যেহেতু, বর্ণিত নোটিশের কোনো জবাব না পাওয়া যাওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৫)(গ) এবং ৪(৫)(ঘ) এর আলোকে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ' শীর্ষক গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর বিধান মোতাবেক পরামর্শ গ্রহণের নিমিত্ত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এর নিকট মতামত চাওয়া হয়; এবং

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন অভিযুক্ত জনাব মোহাম্মদ আক্রাম হোসেন কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে একই বিধিমালার বিধি ৪(৫)(গ) এবং ৪(৫)(ঘ) এর আলোকে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ' শীর্ষক গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেন;

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ আক্রাম হোসেন, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে একই বিধিমালার বিধি ৪(৫)(গ) এবং ৪(৫)(ঘ) এর আলোকে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(ঘ) অনুযায়ী 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ' দণ্ড প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

তারিখ : ২৮ ফাল্গুন ১৪২৯/১৩ মার্চ ২০২৩

নং **১৯.০০.০০০০.৮৫৫.২৭.০০৭.২০২১/২১০**—যেহেতু, জনাব মোঃ ওমর ফারুক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা-র বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে গঠিত অভিযোগনামা (১ম কারণ দর্শানোর নোটিশ) ও অভিযোগ বিবরণী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ২৪ নভেম্বর ২০২১ তারিখের স্মারক নং-১৯.০০.০০০০.৮৫৫.২৭.০০৭.২১ এর মাধ্যমে রেজিস্ট্রার্ড ডাকযোগে তার স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ ওমর ফারুক এর স্থায়ী ঠিকানায় যথাযথভাবে বর্ণিত নোটিশটি প্রেরণ করা সত্ত্বেও তিনি উক্ত নোটিশের কোনো জবাব প্রদান করেননি এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে ব্যক্তিগত শুনানিতে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক কিনা তাও অবগত করেননি; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ ওমর ফারুক এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব পর্যায়ের একজন কর্মকর্তাকে তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হলে, তদন্তকারী কর্মকর্তা তার বিস্তারিত তদন্ত শেষে তার বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে আনীত 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখ করে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ ওমর ফারুক এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ার প্রেক্ষিতে তাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বর্ণিত গুরুদণ্ড আরোপের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তাকে কেন 'চাকুরী হতে বরখাস্তকরণ' কিংবা অন্য কোনো উপযুক্ত গুরুদণ্ড প্রদান করা হবে না তা জানতে চেয়ে ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গত ১০ অক্টোবর ২০২২ তারিখের স্মারক নং-১৯.০০.০০০০.৮৫৫.২৭.০০৭.২১/১১২ এর মাধ্যমে প্রদান করা হয় যা রেজিস্ট্রার্ড ডাকযোগে অভিযুক্তের স্থায়ী ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়, এবং বহুল প্রচারের জন্য ২৬ অক্টোবর ২০২২ তারিখে একটি জাতীয় বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রে (দৈনিক জনকণ্ঠ) এবং গত ২৮ অক্টোবর ২০২২ তারিখে একটি জাতীয় ইংরেজি দৈনিক সংবাদপত্রে (Daily Observer) প্রকাশ করা হয়; এবং

যেহেতু, ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশের কোনো জবাব না পাওয়া যাওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৪(৩)(ঘ) এর আলোকে কর্তৃপক্ষ তাকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ' শীর্ষক গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন (পরামর্শ) প্রবিধানমালা, ১৯৭৯ এর বিধান মোতাবেক পরামর্শ গ্রহণের নিমিত্ত বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন এর নিকট মতামত চাওয়া হয়; এবং

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন অভিযুক্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব মোঃ ওমর ফারুক-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগে একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(ঘ) এর আলোকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ' শীর্ষক গুরুদণ্ড আরোপের বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেন;

সেহেতু, জনাব মোঃ ওমর ফারুক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(গ) মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'পলায়ন' এর অভিযোগসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় একই বিধিমালার বিধি ৪(৩)(ঘ) এর আলোকে 'চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ' দণ্ড প্রদান করা হলো।

জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মাসুদ বিন মোমেন
পররাষ্ট্র সচিব (সিনিয়র সচিব)।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
জননিরাপত্তা বিভাগ
আইন-২ শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ : ২৮ ফাল্গুন ১৪২৯/১৩ মার্চ ২০২৩

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২৫.২০২২-৩৯১**—খুলনা জেলার লবণচরা থানার মামলা নং-১৪, তারিখ : ২৪-০৮-২০২১ খ্রিঃ-এর ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশি তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৬(২)(উ)/৭/৮/৯/১০/১১/১৩ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০২৫.২০২২-৩৯২**—জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ মডেল থানার মামলা নং-৩১, তারিখ : ২৮-০৬-২০২১ খ্রিঃ-এর ঘটনাস্থল হতে প্রাপ্ত জব্দকৃত আলামত পরীক্ষান্তে ও পুলিশি তদন্তে আসামীরা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ {(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)}-এর ৮/৯ ধারার অপরাধে জড়িত মর্মে প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

০২। এমতাবস্থায়, তদন্তে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হওয়ায় মামলটি বিচারার্থ আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মামলায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯{(সংশোধনী, ২০১২) ও (সংশোধনী, ২০১৩)} এর ৪০(২) ধারার বিধান মোতাবেক এতদ্বারা সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

নং **৪৪.০০.০০০০.০৫৬.০৪.০৩০.২২-৩৮৭**—পাবনা জেলার বেড়া মডেল থানার মামলা নং-০৩, তারিখ : ১৪-১০-২০২১ খ্রিঃ মামলাটি বিচারার্থে আমলে গ্রহণের লক্ষ্যে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার বিধান মোতাবেক সরকারের অনুমোদন (Sanction) জ্ঞাপন করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফৌজিয়া খান
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আইন ও বিচার বিভাগ

বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ০৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০/১৮ মে ২০২৩

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০৩২.৮৬(১)-১৯৬—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব সোহেল আহমাদ, জন্ম তারিখ: ২০-০৫-১৯৭৯ খ্রি., পিতা-মোঃ বাবুর আলী, মাতা-মোছাঃ নুর জাহান, গ্রাম-ঝর্ণাটিলা, ডাকঘর-লংগদু, ওয়ার্ড নং-০৭, উপজেলা-লংগদু, জেলা-রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার লংগদু উপজেলার ০৭ নং লংগদু ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুরাদ জাহান চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আইন ও বিচার বিভাগ

বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ : ২৭ বৈশাখ ১৪৩০/১০ মে ২০২৩

নং ১০.০০.০০০০.১৩১.১১.০০৯.৮৫(১/২)-১৮৭—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হইয়া আপনাকে (জনাব মোঃ আব্দুল আলীম, জন্ম তারিখ: ০১-০২-১৯৯১খ্রি., পিতা- মোঃ শওকত আলী, মাতা- সেলিনা বেগম, গ্রাম-লালপুর, ওয়ার্ড নং-০৮, ডাকঘর- গৌরীপুর, উপজেলা-তিতাস, জেলা-কুমিল্লা।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলার ০৯ নং মজিদপুর ইউনিয়নের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোনো সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোনো উপযুক্ত আদালতের কোনোরূপ স্থগিতাদেশ/নিষেধাজ্ঞা/স্থিতাবস্থা থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলিয়া গণ্য হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুরাদ জাহান চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।